NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ‘মাস্টার মশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি’

নানা প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন বিচারকের ৬

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২২ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.9.2024, Vol.18, Issue No. 90 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর : বিচার চেয়ে আজ ‘গ্লোবাল প্রোটেস্ট’

ছবি: সংগৃহীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা বিশ্বকে মিলিয়ে দিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা। এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের তরফে। চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে পথে নামছে মানুষ। আজ আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজধানী-সহ একাধিক শহরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দেশেই স্থানীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫টায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হবে। কোনও কোনও জায়গায় মানববন্ধন কর্মসূচিরও ডাক দেওয়া হয়েছে।

আপাতভাবে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির কোনও উদ্যোক্তা নেই। মূলত বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালিরাই এই নাগরিক প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কর্মসূচিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে যে হলুদরঙা পোস্টার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে রোমান হরফে লেখা হয়েছে, ‘বিশ্ব জুড়ে উঠেছে ঝড়, জাস্টিস ফর আরজি কর।’ কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘গ্লোবাল প্রোটেস্ট’, বাংলা তর্জমায় ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ’।

পোস্টার অনুযায়ী আমেরিকার আটলান্টা, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলস, ফিলাডেলফিয়া, বস্টন, ডালাস, নিউ ইয়র্ক-সহ অন্তত ৭০টি শহরে আরজি কর-কাণ্ডের বিচার চেয়ে প্রতিবাদে শামিল হবেন মানুষ। ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন ছাড়াও প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুর, ল্যাঙ্কাশায়ারে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস, জার্মানির রাজধানী বার্লিন, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদেও স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় প্রতিবাদে শামিল হবেন সাধারণ মানুষ।

প্রতিবাদ শুধু উত্তর আমেরিকা কিংবা ইউরোপের দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ হবে ব্রাজিলের সাও পাওলো, জাপানের রাজধানী টোকিয়ো, তাইওয়ানের তাইপেই, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, সিডনি, ক্যানবেরা, ব্রিসবেন এবং সিঙ্গাপুর শহরেও।

আজ ‘রাজপথে আদালত’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই পথে নেমে আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অবস্থানও চলছে। এ বার নয়া কর্মসূচির ডাক দিলেন তাঁরা। সোমবার আরজি কর-কর মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তবে তার আগেই ‘জনতার মতামত’ নিতে রাস্তায় ‘আদালত’ বসাচ্ছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই ‘আদালতে’ই সাধারণ মানুষ জানাবেন নিজেদের মতামত। কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে জনতার প্রতি। সেই সব প্রশ্নের জবাব পেতেই নিজেদের ‘আদালত’ খুলছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে এক ঘণ্টা আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানোর ডাক দিয়েছিলেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন শহরের বহু মানুষ। এ বার আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা নতুন কর্মসূচির ডাক দিলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার জেলায় জেলায় সকাল ১০টা থেকে ‘অভয়া ক্লিনিক’-এর আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই ‘অভয়া ক্লিনিক’ সংলগ্ন এলাকাতেই ‘আদালত’ বসাচ্ছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষকে সেই ‘আদালতে’ উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরজি কর-আবহে বড় রায় শিলিগুড়ি আদালতের

মাটিগাড়ায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর থেঁতলে খুনে মৃত্যুদণ্ডের সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে আরজি কর কাণ্ডের আবহেই দার্জিলিঙের মাটিগাড়ায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল শিলিগুড়ি আদালত। শনিবার শিলিগুড়ি আদালতের অতিরিক্ত নগর দায়রা আদালতের বিচারক অনিতা মেহেত্রা মাথুর এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

২০২৩ সালের ২১ অগস্ট মাটিগাড়ায় জঙ্গলের ভিতর একটি পরিত্যক্ত ঘরে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল মহম্মদ আব্বাস নামে এক ব্যক্তি। শারীরিক অত্যাচারের জেরে মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাটিগাড়া থানার এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, তাঁর ১৬ বছরের স্কুলছাত্রী মেয়ে ২১ অগস্ট রোজকার মতো স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল সকাল সাড়ে ৯ টায়। আর বাড়ি ফেরেনি, এবং মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় বিকেল সাড়ে ৫ টা নাগাদ রবীন্দ্রপল্লীনগরের কাছে মোটাজোল নামের এক নির্জন এলাকায়।

তদন্তে নামে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ। তদন্তভার পান মাটিগাড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর পরেশ বর্মণ। ময়নাতদন্তে জানা যায়, মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। শরীরে ২১ টি আঘাতের চিহ্ন। তদন্তে নেমে মেয়েটির স্কুল থেকে শুরু করে দেহ আবিষ্কারের জায়গা পর্যন্ত সমস্ত সিসিটিভি খুঁটিয়ে

দেখে তদন্তকারী অফিসার পরেশ চিহ্নিত করেন মাটিগাড়ার লেনিন কলোনি নিবাসী মহম্মদ আব্বাসকে। যার সাইকেলের পিছনে বসে মেয়েটি ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছে, এই ফুটেজ হাতে আসে পুলিশের। আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয় দ্রুত। জেরার মুখে সে কবুল করে অপরাধ।

নির্যাতিতাকে যাতে চেনা না যায়, সে জন্য ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মুখ। ওই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। অবশেষে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত।

আদালত সূত্রের খবর, শুক্রবার সাজা শোনানোর কথা ছিল। সরকারি পক্ষের আইনজীবী উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন ঘটনার নজির তুলে ধরে অপরাধীর ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করেন। অন্যদিকে, অপরাধীর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলের বাড়িতে বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তাঁর পরিবারের কথা ভেবে ফাঁসি রদের আবেদন জানান। আব্বাসের বিরুদ্ধে ওঠা স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় বৃহস্পতিবারই। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঘটনার ১ বছর ১৪ দিনের মাথায় মামলার নিষ্পত্তি হল। তিনি বলেন, ‘খুব গুরুত্ব সহকারে প্রতিটি হাজিরায় আদালতে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, এটা অন্যান্য মামলার তুলনায় ভিন্ন একটি মামলা। এই মামলায় দোষীর ফাঁসি হওয়া উচিত। আমরা ফাঁসির আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত মূলত দুটি বিষয়ের উপর নজর দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিল। প্রথমত খুন এবং দ্বিতীয়ত নাবালিকাকে ধর্ষণ। পকসো আইনে মামলা হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।’ শনিবার সাজা শোনার জন্য মৃতার পরিবার এবং প্রতিবেশীরাও আদালতে হাজির হয়েছিলেন। অপরাধীকে পুলিশ আদালতে নিয়ে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সাজা ঘোষণার পরে নির্যাতিতার মা বলেন, ‘আদালতের এই রায়ে আমরা খুশি। আমার মেয়ে শান্তি পাবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘ওই লোকটির (দোষী) দু’জন স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছেন। তার পরেও এমন কাজ! ওর ফাঁসিই হওয়া উচিত। প্রথম থেকেই মাটিগাড়া থানা এবং আদালতের উপর আমাদের ভরসা ছিল। সেই ভরসাই আমার মেয়েকে আজ বিচার পাইয়ে দিল।’

সাধারণ মানুষের উপর ‘প্রতিশোধ’ নিচ্ছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা

আরজি করে বিনা চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যুতে প্রশ্ন শোকার্ত মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকরা কি সাধারণ মানুষের উপর ‘প্রতিশোধ’ নিচ্ছেন? আরজি কর-এ চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারের দাবিতে তোলপাড় রাজ্য। এরইমধ্যে আরজি করেই চিকিৎসা করাতে এসে বিনা চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যুতে এমনই প্রশ্ন তুললেন মৃত তরুণের শোকার্ত মা কবিতা দাস। তিনিও এই মৃত্যুর বিচার চান।

অভিযোগ, হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে ২২ বছরের বিক্রম ভট্টাচার্যের। বিক্রমের মা জানান, চিকিৎসকের মৃত্যুর বিচার তিনিও চান। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র যে ভাবে কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছেন, তার বিচার কে করবেন?

কোন্নগরের যুবক বিক্রম লরি দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। গুরুতর জখম হয় তাঁর পা। প্রথমে তাঁকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে রেফার করা হয়। কবিতার অভিযোগ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে জরুরি বিভাগ এবং আউটডোরের মধ্যে শুধু দৌড়ে বেরিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। কোথাও কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। কবিতার কথায়, ‘কোনও চিকিৎসক আসেননি। এক জন গুরুতর আহত রোগীকে কোনও পরিষেবা দিতে পারেনি হাসপাতাল। একটা ডাক্তার নেই। আমার ছেলেটা চোখের সামনে চিকিৎসা না পেয়ে তড়পে তড়পে মরেছে। শেষে হার্ট ফেল করল।’ এর পরেই বিচার চেয়েছেন কবিতা। তিনি বলেন, ‘এই ডাক্তারদের বিচার কে করবে? আমার ছেলেটা এত যন্ত্রণা পেয়ে মরল।’

কবিতা জানিয়েছেন, তিনিও এক জন মা। তিনিও চান আরজি করের চিকিৎসক বিচার পান। কিন্তু তা বলে পরিষেবা কেন বন্ধ থাকবে, সেই প্রশ্নই তুললেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আমরা কি চাই না একটা মেয়ের বিচার হোক? একটা মেয়ের যে ভাবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে, আমরা কি চাই না, তার বিচার হোক? আমরাও তো মা। কিন্তু আজ আমার সন্তান চলে গেল বিনা চিকিৎসায়। ডাক্তারদের বিচার চাইছি। কেন পরিষেবা দিচ্ছে না? ওরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর?’

শুক্রবার আরজি কর হাসপাতালে আহত ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন কবিতা এবং তাঁর মা ভারতী মালাকার। এক বার জরুরি বিভাগ, এক বার আউটডোরে দৌড়েছেন তাঁরা। কবিতার কথায়, ‘আমরা করিডিয়াম বিল্ডিংয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, চিকিৎসক রয়েছেন কি না। এক ম্যাডাম বললেন, নেই। এর পর আউটডোরে নিয়ে গেলাম। টিকিট করলাম। সেখানে চেম্বারের দরজা ধাক্কা দিলাম। এক জন ম্যাডাম বেরিয়ে এসে বললেন, ডাক্তার নেই। অপেক্ষা করুন। ছেলের পা দিয়ে তখন রক্তপাত হচ্ছে।’ মৃতের মায়ের অভিযোগ, সে সব দেখার পরেও দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসক আসেননি। তিনি বলেন, ‘প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা পর আউটডোরে ডাক্তার এলেন। নির্দেশ দিলেন, সেলাই করো, ব্যান্ডেজ করো। তার পর আবার জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। চিকিৎসক পায়ে ব্যান্ডেজ করেন। তার পর আবার আউটডোরের বিল্ডিংয়ে চিকিৎসককে সই করাতে যাই। কেউ নেই। এক বার ইমার্জেন্সি, এক বার আউটডোরে দৌড়ে বেড়িয়েছি। এ দিকে ছেলের রক্তপাত হয়েই চলেছে।’

যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি, শুক্রবার সকাল ৯টা-১০টা নাগাদ ওই যুবককে ভর্তি করানো হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পাশাপাশি পায়ের এক্স-রে, মাথার সিটি স্ক্যান করা হয়। চিকিৎসায় বিক্রম সে ভাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না।

যদিও বিক্রমের মা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলের সিটি স্ক্যান করানো হয়নি। এক্স-রে করাতে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই অসাড় হয়ে আসছিলেন তিনি। কবিতার কথায়, ‘ব্যান্ডেজ করার পরেও রক্তপাত বন্ধ হয়নি। এক্স-রে রুমে নিয়ে গেলাম। দেখলাম নিঃশ্বাস নিচ্ছে। একটু চোখ সরালাম। দেখলাম আর নেই।’ আর এ জন্য তিনি হাসপাতালের পরিষেবার দিকেই আঙুল তুলেছেন। কবিতা বলেন, ‘ছেলেটার শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার নেই। ডাকছি, কেউ আসছেন না। কোনও ডাক্তার আসেননি। যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, কেউ আসেননি। চোখের সামনে চলে গেল ছেলেটা। ওর কী দোষ? এত কষ্ট পেল। ওর যন্ত্রণা আমার হচ্ছে। অনেক সময় দিয়েছে ছেলেটা, কিন্তু কোনও পরিষেবা ছিল না।’ যুবকের দিদা বলেন, ‘ঘরে মিটিং হচ্ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কেউ রোগী দেখলেন না। এক জন নার্স এসে উল্টে আমাকে মুখ করলেন। এক জনের জন্য হাজার মায়ের কোল খালি হোক, চাইব না। এটা বিচার নয়। ডাক্তার চিকিৎসা না করলে কোথায় যাব? আমাদের তো টাকা নেই। আমরাও বিচার চাই।’

মেডিক্যাল কাউন্সিল

সন্দীপকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষকে শো কজ করল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এদিকে সূত্রে খবর, কেন চিকিৎসক হিসেবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে না, তিন দিনের মধ্যে তার জবাব চাওয়া হয়েছে সিবিআই-এর হাতে সন্দীপ ঘোষের কাছ থেকে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, একা সন্দীপ নন, আরও দুই বিতর্কিত চিকিৎসক অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকেও সাসপেন্ড করেছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। চিকিৎসকদের সংগঠন আইএম সন্দীপের সদস্যপদও বাতিল করে দিয়েছে। অন্যদিকে, সন্দীপ ঘনিষ্ঠ দুই চিকিৎসক অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সরকারি হাসপাতালে একাধিক অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে গত ৯ অগস্ট আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর সেমিনার রুমে দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিরূপাক্ষ-অভীক সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাগাতার বিতর্কের জের। অবশেষে চাপে পড়েই বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে এবং মুস্তাফিজুর রহমান মল্লিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের। সাসপেন্ড করা হল তাঁদের। ওই তিনজনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাসপেনশন জারি থাকবে বলেই জানানো হয়েছে। একের পর এক বিতর্কে নাম জড়ানো বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গত বুধবার পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্যদপ্তর। তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। কিন্তু সন্দীপ ‘ঘনিষ্ঠ’ চিকিৎসককে হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে বাধা দেন হাসপাতালের কর্মী, এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবারও দিনভর চলে বিক্ষোভ। এসবের জেরে স্বাস্থ্যভবন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে বিরূপাক্ষকে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলও তাঁকে সাসপেন্ড করল। সাসপেন্ড হয়েছে সন্দীপ ঘোষ ‘ঘনিষ্ঠ’ আরেক চিকিৎসক অভীক দেও। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক মুস্তাফিজুর রহমান মল্লিককেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। লাগাতার বিতর্কের জেরে কঠোর পদক্ষেপ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের।

ফের অশান্ত মণিপুর, গুলির লড়াইয়ে নিহত অন্তত ৬

ইম্ফল, ৭ সেপ্টেম্বর: ফের অশান্ত মণিপুর। এবার জিরিবাম জেলায় গুলির লড়াইয়ে নিহত অন্তত ৬ জন। চূড়াচাঁদপুরে জঙ্গিদের বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার বিষ্ণুপুরে রকেট হামলায় একজনের মৃত্যুর পরেই ধ্বংস করা হয় ওই বাঙ্কারগুলি। গোটা রাজ্যকে সেনায় মুড়ে ফেলা হলেও হিংসায় লাগাম টানা যাচ্ছে না মণিপুরে। শুক্রবারই ময়রাং শহরে রকেট হামলা করে আততায়ীরা। সেনার মিউজিয়াম থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে চলে এই হামলা। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। পাশাপাশি ইম্ফল থেকে ৩৫ কিলমিটার দূরে বিষ্ণুপুর এলাকায় আরও একটি ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। শুক্রবারের পর শনিবারও রক্তাক্ত হয় উত্তর-পূর্বের রাজ্য। এদিন এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে জিরিবাম জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর কাংপোকপি এবং পশ্চিম ইম্ফলে জেলায় বিস্ফোরক বোঝাই ড্রোনের হামলায় নিহত হন দু’জন। আহত হয়েছিলেন সাত জন। দুই ক্ষেত্রেই হামলা হয় মেইতেই জনগোষ্ঠীর এলাকায়। মণিপুর সরকারের দাবি, কুকি জঙ্গিরাই হামলা চালায়। অন্যদিকে শুক্রবার বিকেলে বিষ্ণুপুর জেলার মৈরাংয়ে ফিওয়াংবাম লেইকাই এলাকায়

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মৈরেম্বাম কৈরেং সিংয়ের বাড়ির কাছে আছড়ে পড়ে রকেট। তার আঘাতে আর রে রাবেই (৭০) নামে স্থানীয় এক বয়স্ক পুরোহিতের মৃত্যু হয়। বেশ কয়েক জন জখমও হন। উল্লেখ্য, মণিপুরে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে অগস্ট মাসে সাফল্য পেয়েছিল সেরাজ্যের বিজেপি সরকার। জিরিবাম জেলায় বিবাদমান দুই গোষ্ঠী কুকি এবং মেতেইদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দুই পক্ষই অস্ত্র ছেড়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে একে অপরকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিল বলে মণিপুর সরকারের দাবি। সেই এলাকাও শনিবার রক্তাক্ত হল। আগেই রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতে নতুন করে হামলা ও প্রাণহানির ঘটনা প্রকাশ্যে আসছিল।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “পুজোর লেখা” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে Ranjit Malik S/o. Narayan Malik ও Samir Malik S/o. Narayan Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge (Junior Division)
J. Misc Case No. 13/2024

শ্রী প্রনয় দোলই দীং
...দরখাস্তকারীগণ
-বনাম-
শ্রী সুমন্ত পাঁজা, ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা থানায় গোঁসাই বাজার গ্রাম নিবাসী তারাপদ দোলই পিতা-ঁ কালীপদ দোলই তাহার State Bank of India, Chandrakona Branch এ A/C No. 31651235635 এ 2,31,292.40 টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গত ইং ২১-০১-২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করেন। উক্ত টাকার বাবদ তাহার পুত্রগণ প্রণয় দোলই, তন্ময় দোলই, স্ত্রী ছবিরানী দোলই এর কন্যা রূপালী ইসলাম Succession Certificate পাইবার জন্য উক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজী ২৯-১১-২৪ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় অত্র আদালতে স্বয়ং/উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য ইং ০৪-০৯-২৪ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের শীলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
প্রবীর কুমার মান্না
সেরেস্তাদার
ঘাটাল দেওয়ানী জজ আদালত,
০৪-০৯-২৪

KRISHNANAGAR B.ED COLLEGE
M.G Road, 52 Ruipukur Mouza, Krishnagar, Nadia, 741101
Wanted assistant Professor in Political Science
Qualification:-
As per NCTE norms.
Apply within 7 Days.
krishnanagarbedcollege@yahoo.com

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the Delegate Court, at Kharagpur
Succession Certificate
Case No.- 08/2023
Date Fixed: 19-11-24

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, **ভারতী মহান্তি** স্বামী রাধাকৃষ্ণ মহান্তি, সাকিন দেওয়ানমাড়ো, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ- নিমপুরা, থানা-খড়গপুর(শহর), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর বাসিন্দা ছিলেন। **ভারতী মহান্তি** গত ইং ১৩.০৭.২০০৯ তারিখে মারা যায়, ভারতী মহান্তির স্বামী রাধাকৃষ্ণ মহান্তি গত ইং ০২.০৬.১৯৯৬ তারিখে মারা যান। **ভারতী মহান্তি** এবং **রাধাকৃষ্ণ মহান্তির** তিনপুত্র সন্তান ছিলেন, **১) সীমাদ্রী মহান্তি, ২) বিজয় মহান্তি, ৩) পূর্ন চন্দ্র মহান্তি,** সীমাদ্রী মহান্তি এবং তার স্ত্রী মমতা মহান্তি যথাক্রমে ২২.১০.২০১২ এবং ২২.০৬.২০০১ তারিখে মারা যায়। সীমাদ্রী এবং মমতার সন্তান **দেবাশিষ মহান্তি** এই মোকর্দ্দমার ২ নং দরখাস্তকারী হইতেছে। ভারতী মহান্তির ২য় পুত্র **বিজয় মহান্তি** এই মোকর্দ্দমার ১ নং দরখাস্তকারী হইতেছেন। ভারতী দে এর ৩য় পুত্র **পূর্ণচন্দ্র মহান্তি** ২২.০৩.২০১৮ তারিখে মারা যায়।
ভারতী দেবী ওনার মৃত্যুর সময় Bank of India, Kharagpur Branch Kharida Branch এ তিনটি অ্যাকাউন্ট এ 1) SB Account No. 431112100881318, Rs. 34,914.35/-, 2) Double Benefit A/C No. 431100008000, Rs 66,706, 3) Double Benefit Account No. 4311 (45110001697) Rs. 90,384/- **Total 1,97,004,35/-** টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।
১) বিজয় মহান্তি, ২) দেবাশীষ মহান্তি উক্ত টাকার জন্য **Succession certificate case no. 08/2023** খড়গপুর ডেলিগেট আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত ব্যাপারে কাহারোও কোথাও আপত্তি থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি জানাইতে হইবে নতুবা আদালত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

মদন মিশ্র (সেরেস্তাদার)
খড়গপুর ডেলিগেট কোর্ট
30/8/24.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

দরখাস্তকারীনি : রীনারা খাতুন ওরফে: মোসাম্মাত সাকিলা খাতুন স্বামী সেখ জাহাঙ্গীর, পিতা সেখ আবিদ রহমান, সাকিম গ্রাম জিয়ারা, দক্ষিনপাড়া, গোপি নগর, পোঃ তারকেশ্বর, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী পিন - ৭১২৪১০।
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারিনীর নাম **রীনারা খাতুন** রূপে তাহার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পাশ বই-এ নথিভুক্ত রহিয়াছে এবং দরখাস্তকারিনীর নাম **মোসাম্মাত সাকিলা খাতুন** রূপে ২০২৩ সালে ৩০০০ নং হেবানামা/দানপত্র দলিলে নথিভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত **রীনারা খাতুন** এবং **মোসাম্মাত সাকিলা খাতুন** এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি এই মর্মে উপরিউক্ত দরখাস্তকারিনী জেলা হুগলীর চুঁচুড়া আদালতের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট -এর নিকট হইতে ইংরাজীর ১৪/০৮/২০২৪ দিবসের ৫৬০৬ নং লিখিত হলফনামা মারফৎ স্বীকৃতি লাভ করেন। এক্ষনে উক্ত দিবস হইতে উক্ত দরখাস্তকারীনি সর্ব সমক্ষে এবং সর্বব্যাপী **রীনারা খাতুন ওরফে : মোসাম্মাত সাকিলা খাতুন** রূপে পরিচিত হইলেন।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সুদেষ্ণা সাধু (এ্যাডভোকেট)
কলকাতা হাই কোর্ট, জাজেস কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগর কোর্ট

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুনেত্রী পাল,** স্বামী-শ্রী যজ্ঞেশ্বর পাল সাং ও পোঃ-আসলহরী, থানা-গোঘাট, জেলা-হুগলী।
উপরোক্ত ব্যক্তির পিতার নামিত ক্ষীরা মৌজায়, জে.এল. নং - ১৮৪, ২২৯ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইতেছে, উক্ত ব্যক্তি IV–6/2005, A. D. S. R. Chandrakona Office ২৮.০২.২০০৫ তারিখে পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন **শ্রী মনোজিৎ রায়,** পিতা-শ্রী সনৎ কুমার রায় সাং-গোহালডাঙ্গা, থানা–চন্দ্রকোণা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।
উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে পাওয়ার নামা প্রাপক চন্দ্রকোণা সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 12.12.2005 তারিখে সম্পাদিত I-3884 নং দলিল মূলে **শ্রী সুভাষ চন্দ্র কোলে,** পিতা মৃত যুগল চন্দ্র কোলে, সাং- ক্ষীরা, পোঃ-গোহালডাঙ্গা, থানা-চন্দ্রকোণা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষীরা মৌজায় জে.এল নং- ১৮৪ সাবেক তথা হাল ১০৬ নং দাগে পুকুরপাড় ৪$\frac{৪}{৭}$ শতক ও ১০৫ নং দাগে পুকুর ০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।
এবং
১। **শ্রীমত্যা গায়েত্রী মন্ডল,** স্বামী–স্বর্গীয় নির্ম্মল মন্ডল, সাং-সাঁটিতেঁতুল, পোঃ-আগর, থানা - চন্দ্রকোণা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।
২। **শ্রীমতী রিফা মল্লিক,** স্বামী-শ্রী অজিত মল্লিক, সাং-বেনেপাড়া, পোঃ ঝাকরা, থানা-চন্দ্রকোণা, জেলা—পশ্চিম মেদিনীপুর।
৩। **শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ,** স্বামী-শ্রী জগদীশ ঘোষ, সাং ও পোঃ- শান্তিপুর, থানা–গোঘাট, জেলা -হুগলী। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের পিতার নামিত ক্ষীরা মৌজায়, জে.এল. নং-১৮৪, ২২৯ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইতেছে, উক্ত ব্যক্তিগণ IV-20/2014, A.D.S.R. Chandrakona Office ২৭.১০.২০১৪ তারিখে পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন- **১। শ্রী সনৎ রায়, ২। শ্রী স্বপন কুমার রায়,** সর্ব্বপিতা-স্বর্গীয় সৌরিন্দ্র মোহণ রায়, সর্ব্বসাং-গোহালডাঙ্গা, থানা-চন্দ্রকোণা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ও **৩। শ্রীমত্যা দিপালী রায়,** স্বামী- স্বর্গীয় অশোক রায়, সাং- 492 PK Guha Road (Radhanagar) 10 Dumdum North 24 Pargana, 700028
উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে পাওয়ার নামা প্রাপকগণ চন্দ্রকোণা সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৯.০৪.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত I-2111 নং দলিল মূলে **১। শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ কোলে, ২। শ্রী গোপাল কোলে, ৩। শ্রী সুভাষ চন্দ্র কোলে,** সর্ব্বপিতা-মৃত যুগল চন্দ্র কোলে, সর্ব্ব সাং-ক্ষীরা, পোঃ- গোহালডাঙ্গা, থানা-চন্দ্রকোণা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ক্ষীরা মৌজায় জে.এল. নং- ১৮৪ সাবেক তথা হাল ১০৫ নং দাগে পুকুর ১১.৭৮১ শতক ও ১০৬ নং দাগে পুকুরপাড় ১৩.৩৫২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চন্দ্রকোণা - ১ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় এক তরফে শুনানী সম্পন্ন হইবে।

Goutam Bera (Advocate)
Ghatal Court
Enrol. No.- F/1638/1631/1999

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই সেপ্টেম্বর । রবিবার। ২৩ শে ভাদ্র। পঞ্চমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের মহাদাশা, বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্র লাভ প্রাপ্তি। বড়ত বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য না এনে সকলের সহযোগিতা কামনা করুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : কর্ম পরিবেশ শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস । স্বামী অভেদা নন্দ মহারাজের প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এবার লড়াইয়ের রাস্তায় নামল তৃণমূল কংগ্রেসও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লড়াইয়ের রাস্তায় এবার তৃণমূল কংগ্রেস। এলাকায় প্রচার, সভা, জনসংযোগের পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিরোধীদের রাজনৈতিক ভাষায় জবাব দিতে চায় শাসক দল। কারণ, আরজি কর ইস্যুতে বিরোধীরা প্রতিদিন রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে। আর এই ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরে আলোচনায় উঠে এসেছে, নেতানেত্রীদের চুপ থাকার বিষয়টি।

দলের অন্দরে আলোচনায় যে ঘটনাটি উঠে আসে তা হল তৃণমূলের নেতানেত্রীরা চুপ করে থাকায় সুযোগ পেয়েছে বিরোধীরা।

পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া পারফরম্যান্স অত্যন্ত দুর্বল। এ নিয়ে নিজের ক্ষোভ লুকিয়ে রাখেননি মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২৮ অগস্টের মঞ্চ থেকেই সোচ্চার হন তিনি। তাই এবার বিরোধীদের পাল্টা জবাব সোশ্যাল মিডিয়াতেও রাখছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ, এক ইঞ্চি জমি ছাড়া যাবে না। এরপরেই দুই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে জোর বাড়াচ্ছে শাসক দল। এটা খুব স্পষ্ট যে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাঁকুনিতে নড়াচড়া শুরু শাসক দলের। আরজি কর ইস্যুতে বিরোধীরা লাগাতার আক্রমণ শানালেও কার্যত নিশ্চুপ ছিল শাসক শিবির।

এদিকে প্রতিদিন বাছাই করা কয়েকজন নেতা বিরোধিতার কথা বললেও, রাস্তায় নেমে পাল্টা বিরোধিতা সে অর্থে চোখে পড়েনি। এবার নিজ নিজ এলাকায় বিরোধীদের পাল্টা প্রচারের রাস্তা শুরু করছে তৃণমূল। গ্রামাঞ্চলে এই দায়িত্ব সামলাবে মূলত মহিলা সংগঠন।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিরোধীরা ভুল বোঝাচ্ছে সেই বার্তা দেওয়ার কাজ শুরু হবে, তেমনটাই জানা গিয়েছে তৃণমূল সূত্রে। এই প্রসঙ্গে সাংসদ ও বিধায়ক উভয়কেই নিজ নিজ এলাকায় রোজ প্রচার, জনসংযোগ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তৃণমূল হাইকম্যান্ডের এই নির্দেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঘরে বসে থাকার সময় নয়, জনপ্রতিনিধি বা সংগঠন পদাধিকারীদের বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। দলের কর্মসূচির পাশাপাশি নেতাদের নিজেদের উদ্যোগী হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছে একইসঙ্গে।

কাঁকিনাড়ায় গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতি বছরের মতোই এবছরও মিশ্র ভাষাভাষীর কাঁকিনাড়ায় গণপতি বাপ্পার আরাধনা তুঙ্গে। জুটমিল অধ্যুষিত এই কাঁকিনাড়ায় বেশ কয়েকটি নজরকাড়া গণেশ পুজো হয়। শিল্পাঞ্চল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজন গণেশ ঠাকুর দেখতে কাঁকিনাড়ায় ভিড় জমান। শনিবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ার ১৯ নম্বর গলির ইয়ুথ ফেডারেশনের গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। হাজির ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং। পুজোর উদ্বোধন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ভগবান গণেশের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করলেন।

এদিন তিনি কাঁকিনাড়া কাছারী রোডের ভারতীয় নব যুবক সংঘের পুজো ছাড়াও বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করেন।

চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, অভিযুক্তকে পেটাল ক্ষিপ্ত জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল এক মাঝ বয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে অনেক বছর ধরেই বেপাত্তা ছিলেন প্রতারক অরূপ সিনহা নামে এক ব্যক্তি। তাঁর আদিবাড়ি রামপুরহাটে। ভাটপাড়া থানার মাদ্রাল বেরা পাড়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি। একটা সময় ভাটপাড়া থানার রথতলা পদ্মপুকুর রোড এলাকায় ভাড়া থাকতেন বলে জানা তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার রাতে ভাটপাড়া থানার মাদ্রাল বেরা পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে আসতেই ওত পেতে থাকা নৈহাটির বাসিন্দা দুইজন প্রতারিত অরূপ বাবুকে পাকড়াও করে। সেই খবর চাউর হতেই সেখানে ছুটে যান পদ্মপুকুর রোড এলাকার প্রতারিতরা। মাদ্রাল থেকে তারা ওই প্রতারক ব্যক্তিকে রথতলা পদ্মপুকুর রোডে তুলে আনেন। ওই ব্যক্তিকে আটকে রেখে গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। উত্তেজনার খবর

গিয়েছে। প্রতারিতরা কলকাতা, হাওড়া, ব্যান্ডেল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেপাত্তা প্রতারক অরূপ বাবুর খোঁজ চালান। কিন্তু পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নানা প্রশাসনিক কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে সোমবার বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে সোমবার বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে সরকারি কর্মীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতে কড়া বার্তা দেওয়া হল। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ দ্রুততার সঙ্গে এবং ঠিকমতো করতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের নানা বাহানায় অফিসে অনুপস্থিত থাকা বা কাজে ফাঁকি দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। তা সার্ভিস রুলের লঙ্ঘন হিসাবেই দেখা হবে বলে রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানিয়েছেন। সরকারি দপ্তরের কার্য প্রণালী নিয়ে এক বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন লোকসভা ভোটের কারণে এমনিতেই কাজকর্মের গতি শ্লথ হয়েছে। তার পর বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাও ঘটেছে। যেকারণে প্রায় চার মাস সরকারি দপ্তরের কাজকর্ম গতি হারিয়েছে। সেই গতি ফিরিয়ে আনতে সবাইকে আরও সক্রিয় হয়ে কাজ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এব্যাপারে দিশা নির্দেশ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। সেই সঙ্গে নাগরিক পরিষেবার কাজ যেমন গ্রামীণ আবাস, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্পের কাজে নজর দিতে হবে। তা ছাড়া প্রান্তিক মানুষকে সরকার যে আর্থিক সুবিধা দেয় তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে। সোমবার নবান্নের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসন ও পুলিশে বড় রকমের ঝাঁকুনি দিতে পারেন। তার আগে শনিবারের এই নির্দেশিকা জারি তাৎপর্যপূর্ণ।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর পক্ষে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে শ্যামবাজার মোড়ে হল মানব বন্ধন। হাতে মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করা হল প্রতিবাদ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। সুস্থ সমাজ গড়ে উঠুক, শরীরের সহেগ মনের অসুখও সেরে যাক এই কামনা করেন সবাই।

নতুন প্রজন্মকে ডায়াবেটিস থেকে সচেতন করতে স্বাস্থ্যকর রান্না প্রতিযোগিতা নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর ঘরোয়া খাবার ছেড়ে নতুন প্রজন্ম ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবারে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসে বাড়ছে শারীরিক সমস্যা। হৃদরোগ থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরলের মতো লাইফ স্টাইল ডিজিস ক্রমশ বাড়ছে। অল্প বয়সীরাও এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে শনিবার 'হেলদি কুকিং কম্পিটিশন' অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর রান্না প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙ্গাপাড়া হাই স্কুলে। উক্ত প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা 'চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট' অর্থাৎ সিনি। প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ সমীর চৌধুরী সিনি-র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিনি একটি মানবিক সংস্থা। যা গোটা দেশে শিশু, কিশোরী এবং অভাবগ্রস্ত মহিলাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষায় টেকসই উন্নয়ন প্রচার করে থাকে। এদিন স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যেই আয়োজিত স্বাস্থ্যকর রান্না প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন সিনি-র উত্তর ২৪পরগনা জেলার কো-অর্ডিনেটর সৈকত চ্যাটার্জী-সহ অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া বিচারক রূপে হাজির ছিলেন 'শক্তি বাহিনী' এনজিও-র পূরবী চক্রবর্তী ও সুমিতা সামন্ত।

১৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই ফের আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রাপকদের তালিকা পুরোপুরি নির্ভুল করতে রাজ্য সরকার ফের সমীক্ষা শুরু করছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই ফের আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতের জন্য একটি করে স্থায়ী সমীক্ষক দল গঠন হবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের ওই দলে রাখতে হবে। এই মর্মে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। খুব শীঘ্রই সমীক্ষার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শীঘ্রই জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জেলাশাসকদের এক বার্তায় জানিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর।

গ্রামীণ আবাস যোজনায় কেন্দ্র টাকা না-দিলেও রাজ্যই এই প্রকল্পের টাকা দেবে বলে আগে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই কথা একই কথা বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নবান্ন সূত্রে খবর এই প্রকল্প সময় মতো চালু করার ক্ষেত্রে যাতে রাজ্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য থাকে, তাই আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির জন্য জেলাশাসকদের উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুজোর আগেই আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে। উপভোক্তাদের তালিকা যেন ১০০ শতাংশ নির্ভুল হয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আবাস যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্র।

মেট্রোর সময়সূচি বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে গ্রিন লাইন ২ মেট্রো পরিষেবায় বেশ কিছু বদল করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৭ টার এসপ্ল্যানেড টু হাওড়া ময়দান মেট্রো পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন হবে না। উল্টো দিকে ৭.১০ নাগাদ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডে মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হবে। যেটার সময় আগে সকাল ৭ টা ছিল। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড যাওয়ার শেষ মেট্রো ৯.৪৫ মিনিটের জায়গায় ৯.৪৬ মিনিটে পাওয়া যাবে। উল্টো দিকে, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার মেট্রো ৯.৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৯.৫৬ মিনিটে পাওয়া যাবে। রবিবার হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার মেট্রো ২.১৫ মিনিটেই পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কোনও বদল নেই। উল্টো দিকে, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান আসান মেট্রো ২.১৫ মিনিটের বদেল ২.৩০ মিনিটে পাওয়া যাবে। এছাড়া হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড যাওয়ার শেষ মেট্রো ৯.৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৯.৪০ মিনিটে পাওয়া যাবে। উল্টো দিকে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার শেষ মেট্রো ৯.৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৯.৫০ মিনিটে পাওয়া যাবে।

গণেশ ও বিশ্বকর্মা পুজোর বিসর্জনের জন্য বদল চক্ররেলের সময়সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে গণেশ চতুর্থী বিসর্জনের জন্য ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর এবং বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আবার ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর চক্ররেলের পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করার ঘোষণা পূর্ব রেলের। যার দ্বারা পরিবর্তিত করা হল চক্ররেলের সময়সূচি। রাজ্যে শনিবার থেকে গণেশ চতুর্থীর মাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর মরশুম। এরপর রয়েছে বিশ্বকর্মা পুজো। এই দুটি পুজোর বিসর্জন উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে চক্ররেলের পরিষেবা। গণেশ পুজোর জন্য ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর এবং বিশ্বকর্মা পুজোর বিসর্জনের জন্য ১৮ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চক্ররেলের পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চক্ররেলের সময়সূচিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে ।

চক্ররেলের সময়সূচি

চক্ররেলের ছ'টি লোকাল ৩০৩২২, ৩০৩৪৪, ৩০৩২৪, ৩০৩৪৬, ৩০৩১২ ও ৩০৩১৪ কলকাতা স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

চক্ররেলের ৬ টি লোকাল ৩০১৪৫, ৩০৩৫১, ৩০৩৩৩, ৩০৩৩১, ৩০৩১১, ৩০৩১৩ কলকাতা স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের চারটি লোকাল ৩০১১৬, ৩০১২৮, ৩০১২২, ৩০১৫৪ যাত্রাপথ পরিবর্তন করে শিয়ালদা নর্থ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

চক্ররেলের ৪ টি লোকাল ৩০১১৩, ৩০১২১, ৩০১২৩, ৩০১১১ শিয়ালদা নর্থ স্টেশন থেকে পুনরায় সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের দুটি লোকাল ৩০৫১১, ৩০৭১১, ৩০৭১২, ৩০৫৫২ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে বালিগঞ্জ স্টেশনে। পুনরায় এই ২ টি লোকাল বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের দুটি লোকাল ৩০১৪২ ও ৩০৩৩২ যাত্রাপদ পরিবর্তন করে বিধাননগর-বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাটে যাত্রা শেষ করবে। চক্ররেলের লোকাল ৩০৩৫৩ যাত্রাপদ পরিবর্তন করে মাঝেরহাট দিয়ে এবং চক্ররেলের লোকাল ৩০১৩৫ বালিগঞ্জ হয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে।

চক্ররেলের দুটি লোকাল ৩০৩৪২, ৩০১১২ যাত্রাপথ পরিবর্তন করে বালিগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

চক্ররেলের ৩০৩২১, ৩০৩১৭ এই ২ টি লোকাল বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বালিগঞ্জ জংশন ও বিধাননগর হয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে।

আরও চারটি লোকাল ৩০৪১২, ৩০৪১৬, ৩০৪১১, ৩০৪৫১ বাতিল করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৩ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার

রক্তের দাগের উৎস খুঁজতে সিবিআইয়ের স্ক্যানারে এবার এক জুনিয়র চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় এবার আরও এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এল। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, সিবিআইয়ের নজরে আরজি করের এক জুনিয়র চিকিৎসকের ভূমিকা। ৯ অগস্ট তিলোত্তমার মৃত্যুর দিন ভোরে চেস্ট মেডিসিন বিভাগের ভেঙে ফেলা বাথরুমে স্নান করেছিলেন ওই জুনিয়র চিকিৎসক। নার্সকে বলেছিলেন গায়ে রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে। এমনকী সূত্রের খবর, সহ চিকিৎসকদেরও তিনি জানিয়েছিলেন, জামায় রক্তের দাগ লেগেছিল। এবার ওই জুনিয়র ডাক্তারের খোঁজে আরজি করের নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সিবিআই আধিকারিকরা। কারণ, এই রক্তদাগ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এদিকে আবার এও জানা যাচ্ছে, সেদিন ওই জুনিয়র ডাক্তার বলেছিলেন, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্স ওয়ার্ডে ৪ নম্বর বেডে এক জন মহিলা রোগী ছিলেন। তাঁকে পিআরবিসি দেওয়ার সময় জামায় রক্তের দাগ লাগে। প্রশ্ন উঠছে, পিআরবিসি দেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটলে সেখানে কর্তব্যরত কোনও নার্সের চোখে এই ঘটনা পড়েছে কি না। সিবিআইয়ের তরফ থেকে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে, সেই জিজ্ঞাসাবাদেই চাঞ্চল্যকর দু'টি তথ্য উঠে আসে। এক, ওই নার্স জানান, তিনি কখনও ওই জুনিয়র চিকিৎসককে আগে দেখেননি। দুই, এই জুনিয়র চিকিৎসকের নাম জানতে চাইলে নাম বলতে চাননি। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, সিবিআইয়ের কাছে যে বয়ান ওই নার্স দিয়েছেন, সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সেখানে নার্স জানিয়েছেন, রাত ৯টা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্স ওয়ার্ডে ঢোকেন ওই জুনিয়র ডাক্তার। ফ্রিজ খুলে কিছু একটা খুঁজছিলেন। নার্স জানতে চাইলে জুনিয়র ডাক্তার জানান, পিআরবিসি খুঁজছেন। এক রোগীকে দেবেন। শীতল পিআরবিসি চালানো যায় না। তাই ফ্রিজার থেকে বের করে এরপর সাড়ে ১০টা নাগাদ এসে পিআরবিসি চালান। রাত আড়াইটে পর্যন্ত পিআরবিসি চলে। নার্স জিজ্ঞাসাবাদে এও জানান, ওই সময়ের মধ্যে দু'বার রোগীর কাছে গিয়েছিলেন ওই জুনিয়র ডাক্তার। জুনিয়র ডাক্তারের গ্লাভস ঠিকমতো পরা কি না তা নিয়ে নার্স জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বলেন, পরেছেন। তবে তিনি স্নান করবেন, কারণ তাঁর গায়ে রক্তের দাগ লেগেছে। আড়াই হাত দূরে ছিলেন সেই নার্স। তদন্তকারীদের তিনি জানান, কোনও রক্তের দাগ তাঁর নজরে আসেনি। তবে 'ট্রান্সফিউশন নোট' দিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তার। এরমধ্যে আরও এক জুনিয়র ডাক্তার ওই ওয়ার্ডে এসেছিলেন বলে সূত্রের দাবি। সাড়ে ১০টার আগের ঘটনা। নার্স জানতে চেয়েছিলেন, কে পিআরবিসি চালাবেন? ওই জুনিয়র জানান, আগের জনই (যাকে নার্স আগে কোনওদিন দেখেননি) চালাবেন। আপাতত ওই জুনিয়র ডাক্তারকে খুঁজছে সিবিআই।

সিদ্ধিদাতার আরাধনায়...

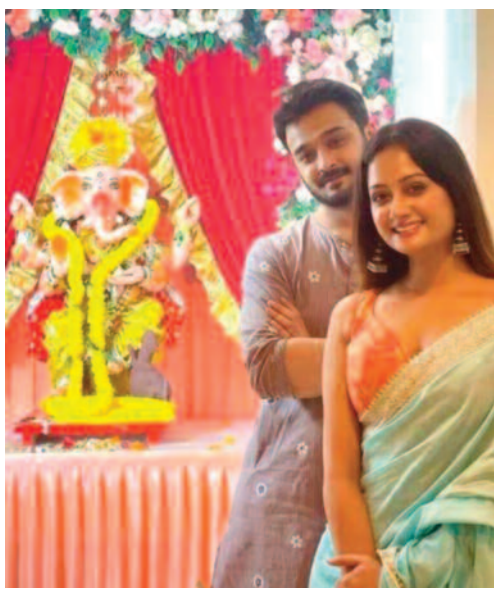

গণেশ পুজোর উৎসবে মাতলেন অভিনেত্রী তন্বী লাহা রায় ও অভিনেতা রাজদীপ গুপ্ত। ছবি- ইনস্টাগ্রাম। অন্যদিকে, গণেশ পুজো উপলক্ষ্যে ভবানীপুরের একটি দোকানে তৈরি হল স্পেশ্যাল লাড্ডু। ছবি: অদিতি সাহা

আরজি কর আন্দোলনের অভিমুখ অতি বামকেন্দ্রিক বলে ধারনা বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমা হত্যার বিচার চেয়ে হওয়া আন্দোলনের অভিমুখ ক্রমেই বদলে যাচ্ছে এমনটাই ধারনা বিজেপি নেতৃত্বের। শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে প্রশ্নও তুলে দিতে দেখা গেল প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ-বিধায়ক দিলীপ ঘোষকে। একই সঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ এ প্রশ্নও তুলে দিলেন, সমাজ মাধ্যমে একটি আরজি কর বিচার মঞ্চের ভিডিও পোস্ট করে। যেখানে দেখা যাচ্ছে স্লোগান উঠেছে আজাদির। কেন আজাদি এই স্লোগান উঠবে, সেই প্রশ্ন তুলেই দিলীপের মতো বিজেপির বর্ষীয়ান নেতাদের ধারনা, এই আন্দোলন অতি বামেদের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনকী, আন্দোলনের জোয়ার, কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগের জেরে যখন অস্বস্তিতে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় এই ধরনের স্লোগান তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে অক্সিজেন জোগাবে বলেই মত তাঁর।

যদিও এই আন্দোলনকারীদের মতে, মহিলাদের নারী সুরক্ষায়, নারী স্বাধীনতা বিজেপির ভূমিকা শূন্য। নারী স্বাধীনতার দাবিতে এই আন্দোলন। ফলে সব রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই সামনে এসে পড়ছে। সেখানে তৃণমূল এবং বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাই সব ক্ষেত্রেই বিচার চাইছেন তাঁরা। এর সঙ্গে আন্দোলনের অভিমুখের কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা নারীদের স্বাধীনতা চায় না।

অন্যদিকে রাজনীতির কারবারিদের একটা বড় অংশের মতে, এভাবে আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে যত বিরোধীরা একে অপরকে দোষারোপ করবে। ভূমিকা কাটাছেঁড়া করবে, তত শাসক শিবিরের স্বস্তি বাড়বে। আশাবাদী হবেন আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে যাওয়া নিয়ে। এদিকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে আরজি কর মামলার শুনানি। তার আগে ফের দেওয়া হয়েছে রাত দখলের ডাক।

বিমানে অপর্যাপ্ত জ্বালানি, জরুরি অবতরণ দমদম বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: কলকাতার ওপর দিয়ে মুম্বই যওয়ার আগেই বিপত্তি বিমানে। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ব্যাংকক থেকে মুম্বই যাচ্ছিল থাই লায়ন ইয়ার এস এল ২১৮-এর বিমানট। কলকাতার আকাশে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল সেটি। হঠাৎ-ই পাইলট ককপিটে অপর্যাপ্ত জ্বালানির সঙ্কেত পান। বুঝতে পারেন বাকি পথ ওড়ার মতো যথেষ্ট জ্বালানি নেই। দ্রুততার সঙ্গে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে অপর্যাপ্ত জ্বালানির কথা জানিয়ে বিমান অবতরণের অনুমতি চান পাইলট। দমদম বিমানবন্দর অনুমতি দিতে বিমানটিকে ঘুরিয়ে ১০৭ জন যাত্রী এবং ১১ জন ক্রু নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে বিমানটি। শুক্রবার রাত ৮টা ৫মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তী সময়ে বিমানে জ্বালানি ভরে সেই বিমান মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়। বিমানে কেনই বা অপর্যাপ্ত জ্বালানি, তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে।

সপ্তাহখানেক আগে কলকাতায় জরুরি অবতরণ করে ইন্ডিগোর একটি বিমান। মাঝ আকাশে বিকল হয়ে গিয়েছিল বিমানের ইঞ্জিন। জরুরি অবতরণ কলকাতা বিমানবন্দরে। ১৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিল বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগো ৬ই ৫৭৩ বিমানটিতে। কলকাতা থেকে ওড়ার পরই ইঞ্জিনের সমস্যা ধরা পড়ে। তারপরই তড়িঘড়ি নামানো হয় বিমানটি।

শহরেই সন্দীপের আরও দুটি ফ্ল্যাটের খোঁজ পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির পাশাপাশি ক্যানিং-এ সন্দীপের একটি বাংলার হদিস পাওয়া গিয়েছিল শুক্রবারই। আর এবার শহরেই আরও দুটি ফ্ল্যাটের সন্ধান পেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। বেলেঘাটায় যে চারতলা বাড়িতে সন্দীপ ঘোষ থাকেন, তার অদূরেই রয়েছে সন্দীপের আরও দুটি ফ্ল্যাট। গ্যারাজে রয়েছে ঝাঁ চকচকে গাড়িও। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল সংলগ্ন একটি আবাসনে দুটি ফ্ল্যাটই যে সন্দীপের তা জানিয়েছেন আবাসনের কেয়ারটেকার। গ্রাউন্ড ফ্লোরে অর্থাৎ নীচের তলায় একটি ফ্ল্যাট অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন সন্দীপ। এছাড়াও তিনতলায় আরও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওই কেয়ারটেকার। তবে সেখানে খুব বেশি যেতেন না সন্দীপ ঘোষ। মাঝে মধ্যে গিয়ে থাকতেন। আবাসনের পার্কিং স্পেসে এসইউভি গাড়িটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার বয়স বেশি নয়। কেয়ারটেকার জানান, ৩-৪ মাস আগে ওই গাড়িটি কেনা হয়েছিল। তারপর থেকে এই গ্যারাজেই থাকত। সেই গাড়িতে মাঝেমধ্যে চরতেন সন্দীপ। নতুন এই দুটি ফ্ল্যাটের বাইরে সন্দীপের নাম পরিচয় কিছু লেখা নেই। তবে গাড়িতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল বা আরজি করের অনেকগুলি ব্যাজ রয়েছে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, পরিচয় আড়াল করতেই এই ফ্ল্যাটে নিজের নাম লেখেননি সন্দীপ। নতুন করে হদিস পাওয়া এই ফ্ল্যাটটি সন্দীপের বাড়ি বালাজি নিবাস থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে। এত কম দূরত্বে এতগুলো বাসস্থান কেন তা ভাবাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে। এছাড়া, ক্যানিং-এর বাংলোতেও মাঝে মধ্যে যেতেন সন্দীপ ঘোষ। সেখানে রয়েছে বেশ বড় বাগান, একটি সুইমিং পুল।

দেব-কুণাল বিতর্কে মন্তব্য করলেন না ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এক্স হ্যান্ডেলে যে বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ, দিনভর তা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে চর্চা। তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেবকে নিয়ে কুণালের করা মন্তব্যে জোরাল প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে। এরইমধ্যে এই ঘটনায় দলীয় নেতা তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া সামনে এল। তাঁর পরামর্শ এমন কোনও কথা না বলাই ভালো, যা ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে। এর পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এটা দল থেকে বলবে। আমি কিছু বলব না। আমার মতে এখন এই সময় প্রত্যেকের মুখ বন্ধ রাখা উচিত। এই ধরনের মন্তব্যে বিতর্ক বাড়ে।' এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন নিয়ে বিতর্কের শুরু। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালে ডায়ালিসিস মেশিনের উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ দেব। এদিন সকালে এ সংক্রান্ত একটি ছবি শেয়ার করে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটিতে আগেই ডায়ালিসিস ইউনিট ছিল। গত ১২ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদ্বোধন করেন। অর্থাৎ উদ্বোধন করা প্রকল্পই নতুন করে দেব উদ্বোধন করেছেন বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ।

পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে দেব লেখেন, তিনি 'দিদি'কে অনুরোধ করেছিলেন ঘাটাল হাসপাতালে ডায়ালিসিস এবং সিটি স্ক্যান মেশিনের জন্য। তা গত মার্চে ভার্চুয়ালি ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেব লেখেন, 'এক সপ্তাহ আগে মেশিনগুলো আসে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি এই মেশিনগুলো উদ্বোধন করি যাতে সাধারণ মানুষ ঘাটাল হাসপাতালের এই পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারেন।'

এখানেই থামেনি আকচাআকচি। কুণাল ফের আরেকটি পোস্টে লেখেন, 'উদ্বোধন দু'বার হয় না।'

এই ইস্যুতে বিশেষত তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ বিবাদে বিজেপিও খোঁচা দিতে ছাড়েনি। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দেব গুরুমারা বিদ্যা দেখিয়েছেন। দেবকে অভিনন্দন।' সামগ্রিক ভাবে এই আবহে বিতর্ক বাড়ে এমন কোনও মন্তব্য কেউ করুক, চাইছেন না রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

জেল-হেপাজতে বড় কিছু হতে পারে ধৃতের, আশঙ্কা প্রকাশ বিজেপি নেতা জগন্নাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর কাণ্ডে আরও এক নয়া বিতর্ক উস্কে দিলেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। জেল হেপাজতে বড় কিছু হতে পারে ধৃতের, এমনই আশঙ্কা প্রকাশ বিজেপির।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে ধৃতের বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি। কিন্তু কারামন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কারাতেই ধৃত আছেন। আর কারামন্ত্রী যদি ধনঞ্জয়ের রেফারেন্স দেন, তাঁর মৃত্যুর কথা বলেন, তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা বলেন, তাহলে আমাদের চিন্তার কারণ আছে। যদি ধনঞ্জয়ের রেফারেন্স নিয়ে অতীতে কারামন্ত্রী এ কথা বলে থাকেন, তাহলে বড় চিন্তা। তাঁর হেপাজতেই ধৃত আছে। উনিই এই কাণ্ডের সবথেকে বড় প্রমাণ। কারামন্ত্রী আমার জেলার লোক। উনি কথা না বলার লোক। ওনাকে দিয়ে এসব বলানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই এক এক নেতার মুখে এক একরকমের কথা শোনা গিয়েছে। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সম্প্রতি এই আরজি কর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ও যেন ধনঞ্জয় না হয়। ধনঞ্জয় আদৌও অতটা দোষী ছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক পয়েন্ট বেরিয়ে এসেছে। তাই ওই সিভিক ভলান্টিয়ার দোষী কি না নাকি তার পিছনে আর কেউ আছে তা আমরা দেখতে চাইছি।'

এরই রেশ টেনে এদিন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, সংবাদমাধ্যম ও 'ওপেন সোর্স' থেকে তাঁরা জেনেছেন, ধৃতের ডিএনএ সিকোয়েন্স মিলে গিয়েছে। সিবিআই ইতিমধ্যেই ১০ জনের লেয়ার্ড ভয়েস অ্যানালিসিস বা এলভিএ করেছে। লাই ডিটেক্টর ও পলিগ্রাফ টেস্টেরও উপরে এই এলভিএ। সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গিয়েছে বলে জানান তিনি।

নিম্নচাপের জেরে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। এটি খুব ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগোচ্ছে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর বঙ্গোপসাগরে ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। রবি-সোমবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর এটি ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পরবর্তী তিন-চার দিনে এটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর ওড়িশা ঝাড়খন্ড এবং উত্তর ছত্রিশগড় এলাকায় সরে যাবে।

নিম্নচাপের প্রভাবে মৎস্যজীবীদের জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। কারণ, এই নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৪০ থেকে ৫০ সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। মৎস্যজীবীদের শনিবার ও রবিবার উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে মানা করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। মঙ্গল ও বুধবার ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। মূলত উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মেঘলা আকাশ; সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায়। বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হবে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে। তবে এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, রবিবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে এবং জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।

এদিকে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে প্রতিদিনই। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি এই তিন জেলায়।

পড়ুয়াদের আত্মরক্ষায় সেল্ফ ডিফেন্স প্রশিক্ষণ শিবির নিউ ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিনকে দিন বাড়ছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া মহিলাদের আত্মরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ' সবলা' নামক প্রকল্প চালুও করেছেন। এবার নিউ ব্যারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্যের উদ্যোগে এবং ক্যারাটে প্রশিক্ষক সোমনাথ দের সহযোগিতায় শুক্রবার দুপুরে মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হল পড়ুয়াদের আত্মরক্ষায় সেল্ফ ডিফেন্স কর্মশালা। এদিন উপস্থিত ছিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি সরকার-সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা। মাসুন্দা গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি সরকার বলেন,

মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ক্যারাটে শেখা অত্যন্ত জরুরি। পথেঘাটে সমস্যায় পড়লে ক্যারাটে জানা থাকলে নিজেদের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতি রবিবার দু'ঘণ্টা করে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে নিউ ব্যারাকপুর থানার আইসি সুমিত বৈদ্য বলেন, মহিলাদের সেল্ফ ডিফেন্সের জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। ছোট্টবেলা থেকেই সেল্ফ ডিফেন্স শেখা ও জানা উচিত। তাঁর কথায়, মাসুন্দা গার্লস হাই স্কুল থেকে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্কুলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হবে।

সম্পাদকীয়

বিচারের দাবিতে সবচেয়ে বেশি সরব সমাজের সর্বস্তরের নারীরা

মুখ্যমন্ত্রী কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। সারদা, নারদা, কয়লা-গরু-পাথর-বালি পাচার, শিক্ষকের চাকরি লুট, রেশন কেলেঙ্কারি, পার্ক স্ট্রিট-কামদুনি-হাঁসখালি গণধর্ষণ, বগটুই জতুগৃহ ইত্যাদি কঠিন বাউন্সার সামলে আর জি কর কাণ্ডে বেসামাল হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি করে তাঁর সরকার আসলে দিশাহীনতারই পরিচয় দিল। শাসক দল ঘনিষ্ঠ কয়েক জন বাছাই করা সেলেব্রিটি বাদে নাগরিক সমাজের ব্যানারে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে আজ শামিল হয়েছেন। ডাক্তার, উকিল, ছাত্র, যুব, শিক্ষক, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফুটবল সমর্থক, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, বিদ্বজ্জন, অভিনেতা, লেখক, গায়ক, নাট্যকার, চিত্রকর; কে নেই তালিকায়। বিচারের দাবিতে সবচেয়ে বেশি সরব হতে দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের। তাঁদের একাংশ 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রাপক উপভোক্তা-সত্তার বেড়া ভেঙে আজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন। সমাজে নাড়া দিয়ে যাওয়া এই ঘটনায় যে স্কুল-ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবাদে যোগ দেবে, এমনটাই স্বাভাবিক। অথচ, প্রশাসন ফতোয়া জারি করে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বেড়ি পড়াতে চাইছে। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায়, কন্যাশ্রীর বিজ্ঞাপনে বা দুর্গাপুজো প্যারেডে স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের হাঁটানোর যৌক্তিকতায়। হাওড়ার তিনটি স্কুলে শো-কজ নোটিস ধরানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রশাসন আর জি কর বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে দোদুল্যমান। হিটলার শাসনের দমবন্ধ অবস্থায় 'হোয়াইট রোজ' নামে এক গুপ্ত সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি ছাত্র হান্স শোল, তাঁর বোন সোফি শোল ও আর এক ডাক্তারি ছাত্র প্রোবস্ট ছিলেন এর মাথা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এ হান্স ও সোফি একটি সুটকেস হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে গুচ্ছ গুচ্ছ ইস্তাহার শ্রেণিকক্ষ, বারান্দায়, সিঁড়িতে উড়িয়ে দেন। পাহারাদার জ্যাকব ছুটে এসে তাঁদের পাকড়াও করে। জনগণের মন দুর্বল করা, হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি একাধিক অভিযোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হান্স, সোফি ও প্রোবস্টের বিচার সম্পন্ন হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বৈরাচারী শাসক ভয় পায়। 'হোয়াইট রোজ'-এর শিক্ষা অন্তত তাই বলে। 'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে।'

শব্দবাণ-৩৮

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দোষগুণের বিচারক ২. সমতল ৫. আকৃতি, চেহারা ৮. কমনীয়তা ৯. বেহায়া, নির্লজ্জ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মৃত ৩. শক্তিবর্ধক ওষুধ ৪. কোমর, কটিদেশ ৬. শ্রীরাধিকার শাশুড়ি ৭. গন্ডার।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭

পাশাপাশি: ১. গুলবদন ৪. গল্প ৫. .রসুই ৭. জখম ৯. হর ১১. কিঞ্চিদধিক।

উপর-নীচ: ১. গুণাকর ২. বল ৩. নগরাজ ৬. ইয়ারকি ৮. মর্মান্তিক ১০. খেদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

আশা ভোশলে

১৯২৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোশলের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

'মাস্টার মশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি'

তন্ময় সিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন 'যার সবকিছু পন্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত'। অদ্ভুত একসময় এখন। সমাজের সব কিছু সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ প্রায় পন্ড হয়ে গেছে, এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করছে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন খাপ পঞ্চায়েত গুলো তাদের বিচার ও ভাইরাল করার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোন কিছু যাচাই না করে খবরের স্রোত। কখনো কখনো তাদের একটাই কাজ সমাজের যারা বলিষ্ঠ প্রতিনিধি, যারা সামাজিকভাবে কিছু অর্জন করেছেন এবং নিজস্ব কর্মের মাধ্যমে সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাদেরকে টেনে নামিয়ে তাদের মিম রাজ্যের চরিত্র বানানো। আপনি পক্ষে-বিপক্ষে দুপক্ষেই এই প্রবণতা দেখতে পাবেন। এখন আপনাকে সবকিছু দেখতে হবে এবং সমস্ত বিষয়ে আপনার মতামত থাকতেই হবে, কোন বিষয়ে আপনি যদি মধ্যাপন্থা বা নীরব থাকেন অথবা ভুল করে যদি চলমান স্রোতের বিপক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করেন তাহলে আধুনিক খাপ পঞ্চায়েতের শাসনে সমাজের নির্মাণ সহায়করা সামাজিক মাধ্যমে আপনাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করবে ও কালিমালিপ্ত করবে। এই আপনি কিন্তু সমাজের যে কেউ নন, আপনি তিলে তিলে আপনার কৃতিত্বে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। তিলে তিলে মহীরুহে পরিনত করেছেন নিজেকে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই আপনার মত নাগরিককে টানিয়ে নামানোর প্রচেষ্টাটা কিন্তু উভগামী মানে পক্ষে-বিপক্ষে আপনি ভূলুণ্ঠিত হবেনই, যখন খাপ পঞ্চায়েতের ট্রোলাররা যেদিকে বেশি থাকবে, আপনার স্ট্যান্ড যদি তার বিপরীতে হয়ে যায় তাহলে কালিমালিপ্ত হবেন বেশি আপনি, আর যদি স্রোতের পক্ষে হন তখন বিপক্ষও আপনাকে কালিমালিপ্ত করবে স্রোতের প্রতিকূলে হলেও।

২০২৪ সালের আগস্ট মাস একটি চলমান বিপ্লবের মাস সারা বিশ্বের বাঙালি ভাষাভাষী মানুষের জন্য, বাংলাদেশে সরকার পতনের পর, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যাকে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য ও নাগরিক দের ওপর পার্টির অত্যাচার ও পার্টির হার্মাদ দের দিয়ে গুলি চালিয়ে নাগরিকেদের মৃত্যু এর জন্য এক প্রকার দায়ী করে সরকার থেকে সরিয়ে দেয়, তারই প্রয়াণে আধুনিক সামাজিক মাধ্যমের ভাষ্য রচনাকারীরা তাকে বিভিন্ন সুলোলিত বিশেষণে ভূষিত করে দীর্ঘশ্বাসে ব্যস্ত ,সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে ঘটে একটি নারকীয় ঘটনা এবং সেই ঘটনার পরে প্রশাসনের কিছু সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির মিস ম্যানেজমেন্ট মানুষের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি ঢালে ও সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারপর থেকেই একটি চলমান নাগরিক বিপ্লব আজও পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে প্রবাহমান হিসেবে আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশের শাসকের পরিবর্তনের পর আমরা দেখেছি, দেশটির দখল পেছনের দরজা দিয়ে হলেও দ্রুত উগ্র ধর্মান্ধরা নিয়ে নিচ্ছে এবং সমাজের প্রথিতযশা মানুষদের বাধ্য করা পদত্যাগ করে চলমান এই আইনশূন্যতাকে মেনে নিতে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রশাসনের একাংশকে বাধ্য করা হচ্ছে শাসনের শূন্যস্থান মেনে সরে যাওয়ার অথবা বিনা বিচারে অত্যাচার মেনে নেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এরই একটি প্রতিফলন, দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ শহরের তকমা পাওয়া কলকাতার একটি সেরা হাসপাতালে কাজ চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় লাঞ্ছনা অত্যাচারের পর এক উজ্জ্বল তরুনী চিকিৎসক। এরই প্রতিবাদে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা জেগে ওঠে এবং কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে বিচার চেয়ে নাগরিক আন্দোলন সেই দিন থেকে প্রায় একমাস ক্রমাগত চলছে। রাতের অধিকার দাবি করে মেয়েরা রাস্তায় পথে নামছে। তাদের সমস্ত দাবি সঙ্গত এবং এই বিচার প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে প্রশাসনের তরফে তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে মানুষের কাছে তুলে না ধরার জন্য ও কিছু সাময়িক ভুল সিদ্ধান্তের জন্য প্রশাসনের উপর ক্ষিপ্ত শহুরে জনতার বৃহত্তর অংশ। এর সাথে সঙ্গতি রেখে শাসকদলের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরে বিরোধাভাষের সাথে যোগ হয়েছে প্রশাসনিক ও দলীয় স্তরে ক্রমাগত কিছু ভুল সিদ্ধান্ত। এই আবহের পূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করে চলছে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল খাপ পঞ্চায়েতগুলির নিয়মিত বিচার ও প্রত্যেক দিনের একুশে আইন প্রনয়ণ।

রাজ্যে আজ আপনি যদি শাসক দলের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে থাকেন তাহলে আপনি উপাধি আছে, আপনি যদি বিরোধী দলনেতার বা অন্য দলের বিরোধী নেত্রীর সাথে থাকেন তাহলেও আপনার বিশেষ নাম আছে। আপনার সংবাদমাধ্যমের খবর যদি আমার পছন্দ না হয় তাহলে আপনাকে বয়কট আছে আবার আপনার দেখাদেখি আমারও কোন বিশেষ ক্যাম্পেন আছে মানুষের সহানুভূতি তৈরীর জন্য। প্রকাশ্যে এগুলি সব জনতার আদালতে বিচার পাওয়ার জন্য করা হচ্ছে এই সামাজিক মাধ্যমে যাতে প্রত্যেকের তরফে যে মহামহিমরা আছেন তাদের মহিমা যেন কালিমালিপ্ত না হয় তার জন্য। এই সামাজিক মাধ্যম একটি চলমান খাপ পঞ্চায়েত যেখানে আপনাকে বীরের মর্যাদা দিতে আপনাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে শুধুমাত্র ভাইরাল হতে হবে। আপনার ক্রমাগত কৃতিত্বের আপনার দৈনন্দিন সংঘর্ষের কোন দাম সেখানে থাকবে না। আপনার অতীত মূল্যহীন আপনার বর্তমান আপেক্ষিক এবং ভবিষ্যতের কোন ভাবনা এখানে নেই। শুধুমাত্র খাপ পঞ্চায়েতের আদলে আছে নিদান দেওয়ার প্রচেষ্টা। সামনের তরবারি গুলো কিন্তু ঝকঝকে সেখানে ডাক 'দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান' ভেতরে অনেক তরবারিই কিন্তু মরচে ধরা, সেখানে লক্ষ্য একটাই — কি করে আপনার ব্যক্তিগত সূর্যকে ভুলুণ্ঠিত করা যায়, কালিমা লিপ্ত করা যায়। নিজের প্রচারের পাশাপাশি এই টেনে নামিয়ে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য এই সামাজিক মাধ্যমের খাপ পঞ্চায়েতগুলির।

> বাঙালি সমাজ গুরুমশায়ের পাঠশালা থেকে মাস্টারমশাই হয়ে আজকে আধুনিক যুগের স্যার ও ম্যাডাম, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে গেছে সমাজ গড়ার কারিগরদের নামের। শিক্ষা দান যেখানে পবিত্র কর্তব্য ছিল সেখানে পেশাতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে মাস্টারমশাইদের হাতে বেতের যে ছড়ি ব্যবহার করা হতো শাসন করার জন্য, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করার জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই বেত আজ ব্রাত্য। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে সিলেবাসের ওপর প্রবল কাটা ছেঁড়া, বইতে প্রতিটি অনুচ্ছেদে আপনি দেখবেন তিনটি জাতির প্রতিনিধির নাম আপনার সম্মুখে উঁকি মেরে যাচ্ছে। আদতে আমরা পরোক্ষভাবে জাতির ব্যাপারটা এখান থেকেই শেখাচ্ছি না শিশু কিশোর দের? এরপর আজকের দিনে পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ফলস্বরূপ, সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরাই জানে যে আমি কিছু না পড়লেও আমার কোন চিন্তা নেই আমি শিক্ষিত হয়ে যাব। যেকোনো পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের টুকলি করতে না দিলে আমরা দেখব বিভিন্ন ভাবে মাস্টারমশাইদের চরিত্রহননের প্রচেষ্টা।

আপনি হয়তো সারা জীবন কোন একটি বিশেষ খেলাতে দক্ষতা দেখিয়ে বাংলা তথা বাঙালি এবং তথা দেশবাসীর নাম গৌরবান্বিত করেছেন এবং আপনি একটি ঘটনার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আপনাকে চিহ্নিত করা হয়ে যেতে পারে মেরুদণ্ডহীন হিসাবে এবং সমাজের বিচারকেরা জাজমেন্ট চূড়ান্ত করে দিতে পারে আপনি মেরুদণ্ডহীন বলে। আপনি হয়তো প্রসিদ্ধ গায়ক আপনি ঠিক করলেন এই সময় আপনি একটা প্রতিবাদে গান করবেন বা বিচারের জন্য রাস্তায় নামবেন তখন কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে একটি সামাজিক স্রোত থাকবে যে ওখানে আপনার রোজগার, তাই ওখানের অন্ধকার আপনি দেখতে পান না, আর এখানে রোজগার কম তাই আমাদের খারাপ বলে আপনি আমাদেরকে কালিমালিপ্ত করছেন। এর সাথে আছেন আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল যাদেরকে একদা প্রচারের প্রয়োজনে ও ভিউজ বাড়ানোর জন্য সংবাদ মাধ্যম চিহ্নিত করেছিল বুদ্ধিজীবী বলে তাদের পারস্পরিক পক্ষে-বিপক্ষে কাদা ছোড়াছুড়ি। যারা সারা বছর এই সামাজিক মাধ্যম গুলিতে ভরপুর যোগান দেয় 'সফট পর্নের', যেগুলি তাদের শিল্পীর স্বাধীনতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্সর বোর্ডের এপ্রুভালে। ছোট ছোট রীল হয়ে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে আমার আপনার সন্তান-সন্ততির মোবাইলে এক অদ্ভুতভাবে সমাজকে মাংসাশী করে তোলে অপরিণত বয়সেই। এই সামাজিক ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নেই। ভাইরাল এই দুনিয়ার প্রধান চালক এই সামাজিক মাধ্যমে আমরা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি যে সমাজে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন এবং বারবার বিবাহ একটি সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা অথবা পারস্পরিক সম্পর্কে বজায় রাখতে ব্যর্থতা। তাই অভিনেতার বারংবার বিবাহের মধুচন্দ্রিমা ও সামাজিক নিয়মাবলী চলতে চলতেই আমরা দেখতে পাই এক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ওই অভিনেতার বিবৃতি সমাজের সেই অংশকে ঘিরে যারা নিজস্ব মেধায় প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ পেশার সাথে যুক্ত।

আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী এই মুহূর্তে চাই একটি সঠিক বিচার এবং প্রশাসনিক তদন্তভার যাদের হাতে আছে তাদের তরফ থেকে নিয়মিত বিবৃতি তদন্ত কোন দিকে এগোচ্ছে সেই সংক্রান্ত। তার বদলে আমরা পাচ্ছি কি দৈনন্দিন নতুন নতুন ফেক নিউজ, কিছু প্রোপাগান্ডা ও রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছড়ি। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নিরীহ মানুষ যারা বোঝেনা যে সামাজিক মাধ্যমে যেটা দেখায় সেটা শাশ্বত সত্য নয় তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে অনেক এবং এই প্রশ্নগুলি যে আদৌ সত্য কিনা সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য তাদের কাছে নেই। তবু তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিশ্চুপ থাকা এবং এই ফেক নিউজ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি। চলমান সোপ অপেরার মতন মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের হেডলাইন গুলি। সহকর্মী মৃত্যুর পর রাজ্য জুড়ে জুনিয়র ডাক্তাররা অচলাবস্থা তৈরি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও চিকিৎসার কাজে ফেরেনি। তাদের আন্দোলন ও দাবী ন্যায্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অংশের মানুষ যে চিকিৎসার প্রয়োজনে এই হাসপাতালগুলির উপর নির্ভরশীল। এমনিতেই সারা বছর ডাক্তারদের সাথে সাধারণ মানুষের ব্যবহার ও চিকিৎসায় তাদের মনোযোগ নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ থাকার পরেও মানুষ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সাথে আছে। কিন্তু অবিলম্বে তাদেরও ফেরার প্রয়োজন, মানুষের প্রয়োজনে এবং এই আন্দোলন থেকে তাদেরও শিক্ষা নেয়া দরকার যে সারা বছর আমরাও যেন পেশার প্রতি দায়িত্বশীল থাকি এবং সাধারণ মানুষের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ থাকি। আবার প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকা আধিকারিক নয় ফুট এর রেলিং দিয়ে আটকে রাখেন ২০০ মিটার দূরত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিলকে, ২২ ঘন্টা পরে দেখা করার সুযোগ দেন মিছিলকারীদের তাও সর্বোচ্চ স্তর থেকে হস্তক্ষেপের পর। দুটো ঘটনাই তার জায়গায় নিন্দনীয় আমরা ডাক্তারদের কাছে আশা করব ভালো ব্যবহার ও চিকিৎসা আর প্রশাসনের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা সহনশীলতা এবং সর্বোচ্চ সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার নিরাপত্তা। আশা করব সামাজিক মাধ্যমের এই নিদান প্রদানকারী খাপ পঞ্চায়েতগুলি মানুষের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরবে আন্দোলনের সাথে সাথে। এই নৃশংস ঘটনার পর নারীদের সুরক্ষায় প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। কিন্তু সেগুলির প্রচার যথাযথভাবে হয়ে ওঠেনি বরং প্রচার হয়েছে কিছু ভূঁইফোড়দের আস্ফালন। সামাজিক মাধ্যমের ভিডিওতে অদ্ভুতভাবে বিস্তারিত চোখে আমরা দেখেছি একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী (পদটিরও সত্য মিথ্যা জানি না) হুমকি দিচ্ছে কলকাতার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হাসপাতাল এর অধ্যক্ষকে, আমি কিভাবে এসেছি দিদি মুখ্যমন্ত্রী কে জিজ্ঞেস করুন। এর কোন প্রতিবাদ নেই, সরকারের তরফ থেকে কোন খণ্ডন নেই, কোন শাসন নেই। সরকারি বদান্যতায় সমাজের এক শ্রেণী ছড়ি ঘোরাচ্ছে কোন শাসন ছাড়াই, প্রকৃত মাস্টারমশাইয়ের অভাব সর্বত্র।

বাঙালি সমাজ গুরুমশায়ের পাঠশালা থেকে মাস্টারমশাই হয়ে আজকে আধুনিক যুগের স্যার ও ম্যাডাম, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে গেছে সমাজ গড়ার কারিগরদের নামের। শিক্ষা দান যেখানে পবিত্র কর্তব্য ছিল সেখানে পেশাতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে মাস্টারমশাইদের হাতে বেতের যে ছড়ি ব্যবহার করা হতো শাসন করার জন্য, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করার জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই বেত আজ ব্রাত্য। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে সিলেবাসের ওপর প্রবল কাটা ছেঁড়া, বইতে প্রতিটি অনুচ্ছেদে আপনি দেখবেন তিনটি জাতির প্রতিনিধির নাম আপনার সম্মুখে উঁকি মেরে যাচ্ছে। আদতে আমরা পরোক্ষভাবে জাতির ব্যাপারটা এখান থেকেই শেখাচ্ছি না শিশু কিশোর দের? এরপর আজকের দিনে পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ফলস্বরূপ, সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরাই জানে যে আমি কিছু না পড়লেও আমার কোন চিন্তা নেই আমি শিক্ষিত হয়ে যাব। যেকোনো পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের টুকলি করতে না দিলে আমরা দেখব বিভিন্ন ভাবে মাস্টারমশাইদের চরিত্রহননের প্রচেষ্টা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি ছাত্র ছাত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না, তাদের ফলাফল নিয়ে কোন মন্তব্য করতে পারবেন না, ক্লাসে মোবাইল ফোনের ব্যবহার এবং সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন 'সফট পর্ন' দেখতে দেখতে বিদ্যালয়ের পরিবেশেই তার বিষাক্ত উপস্থিতিতেও আপনাকে নীরব থাকতে হবে। শিষ্টাচার ও হিতোপদেশের পাঠ আদর্শ নাগরিক হওয়ার শিক্ষা এখন আর দেওয়ার সুযোগ নেই। সেই সুযোগে শিক্ষক সমাজের এক বৃহত্তর অংশের বিচ্যুতি ঘটেছে প্রকৃত শিক্ষকের আদর্শ থেকে। আমাদের সমাজে শিক্ষকেরাও এখন ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেন, খুশি রাখার চেষ্টা করেন উর্ধ্বতনকে এবং প্রশাসনকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে চরম নেতিবাচক মনোভাব ও কোনো রকমে 'ডিউটি' বজায় রাখার প্রবণতা। এর জন্যই শিক্ষকরা হারিয়েছে তাদের গরিমা ও মর্যাদা। বছরভর এই সামাজিক মাধ্যমের খাপ পঞ্চায়েতে লাঞ্ছিত হয় শিক্ষক শিক্ষিকারাই সবচেয়ে বেশি। সব মিলিয়ে শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থা আজকের দিনে অন্তঃসারশূন্য, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর মতো।

এই চলমান সমাজে ও সমাজ পরিচালনকারী প্রশাসনে ও সামাজিক মাধ্যমের খাপ পঞ্চায়েতগুলিতে বারবার তপন সিনহার 'আতঙ্ক' সিনেমার বক্তব্যটাই যেন প্রতিধ্বনিত হয় সমাজের প্রতিটি স্তরের নাগরিকদের জন্য 'মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি।'

আনন্দকথা

বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ি, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, "বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?"

বলরাম (সহাস্যে) — আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম — আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা। (এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাস্টারের প্রতি মৃদুস্বরে) — ভাড়া কি দেব?

মাস্টার — আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। গাড়ি উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটের ডিউটির পরও শোকজ লেটার প্রধান শিক্ষককে, শোরগোল আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের ডিউটি করার পরেও শোকজ লেটার প্রধান শিক্ষককে বলে দাবি প্রধান শিক্ষকের । এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল শিক্ষক মহলে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়া ব্লকের পুড়শুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎ মাইতি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে ট্রেনিং থেকে শুরু করে ভোটের দিন ডিউটি করলেও, তাঁকে হুগলি জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে শোকজ লেটার পাঠানো হয় বলে অভিযোগ।

পুড়শুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎ মাইতির দাবি, ভোটের ট্রেনিং থেকে ভোটের দিন ডিউটি করার সত্ত্বেও শোকজ কেন করা হল বোঝা যাচ্ছে না। তবে শিক্ষাবিদদের দাবি, প্রশাসনিক গাফিলতির

জন্যই এটা করা হয়েছে। যদি ওই প্রধান শিক্ষক ভোটের নিয়ম মেনে ডিউটি করেন বা ভোটের কাজ করেন তা হলে ওনাকে শোকজ লেটার ধরানো উচিত হয়নি। প্রশাসনের কাজে কতটা গাফিলতি তা এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। তাছাড়া একদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুড়শুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই প্রধান শিক্ষককে যখন শিক্ষক দিবসে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনপত্র পাঠাচ্ছেন, অন্যদিকে ভোটের ডিউটি করা সত্ত্বেও শোকজ লেটার ধরাচ্ছে হুগলি জেলা প্রশাসন। এই দ্বিচারিতার ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায় শিক্ষা মহলে।

প্রসঙ্গত, সৌম্যজিৎবাবুর শিক্ষাকতা চলাকালীন আজ পর্যন্ত কেউ দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি স্কুলের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবেও তিনি দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু এই রকম এক অসম্মানজনক ঘটনায় হতবাক ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষকরাও। তাদের দাবি, ভোটের সময় অন্যান্য শিক্ষককেরা যেমন ডিউটি করেছেন, তেমনই প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎবাবুও ডিউটি করেন। এই বিষয়ে পুড়শুড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎ মাইতি বলেন, 'খুবই খারাপ লাগছে। শিক্ষক হিসাবে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা লেটার পাচ্ছি আর অন্যদিকে ভোটে ডিউটি করা সত্ত্বেও শোকজ লেটার ধরানো হল। দোষ না করেও শোকজের উত্তর দিতে হল।'

ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'ভোটের দিন রাতে আরামবাগের কালীপুর কলেজের ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় কলেজের গেটের বাইরে স্যারের সঙ্গে দেখা হয়। উনিও ডিসিআরসি কেন্দ্রে ঢুকলেন সবকিছু জিনিস জমা দেওয়ার জন্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, উনি ডিউটি করেছেন।' অপরদিকে হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মনে হচ্ছে কোনও একটা জায়গায় ভুল হচ্ছে। যাঁরা গণতন্ত্রের প্রহরী তাঁদের সঙ্গে এই রকম হওয়া উচিত নয়।

জুনিয়র চিকিৎসকদর কাজে ফেরার আবেদন সভাধিপতির, মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর। তিনি চিনের জুতো শ্রমিকদের উদাহরণ টেনে আবেদন করেন চিকিৎসকদের আন্দোলনের পদ্ধতির অভিমুখ বদলের। তাঁর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাবড়া এক নম্বর গেট এলাকায় গণেশ পুজোর উদ্বোধন আসেন নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা সহ অন্যান্যরা। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জুনিয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, 'আর যারা জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলনরত তাদের কাছে মানবিক ভাবে আবেদন জানাব দয়া করে আপনারা হাসপাতালে ফিরুন, সাধারণ মানুষ হয়রান হচ্ছে মারা যাচ্ছে, আপনারা নোবেল প্রফেশনে আছেন। আপনাদের আন্দোলনের পদ্ধতির অভিমুখ বদল করুন।' পাশাপাশি তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, 'যেমন চিনে দেখেছিলাম জুতো শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল কারখানা বন্ধ করে নয়। বাঁ পায়ের জুতো তৈরি করেছিল তারা, ডান পায়েরটা নয়, তাই আন্দোলন বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। আপনারাও তেমন কিছু ভাবুন বলে আবেদন করেন তিনি।' তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বিজেপির দাবি, চিনে যেমন শ্রমিকেরা কারখান বন্ধ করেননি এখানেও আন্দোলনকারী চিকিৎসকরাও হাসপাতাল বন্ধ করেননি। ডান পায়ের জুতো না বানিয়ে শুধু বাঁ পায়ের জুতো বানালে সেই জুতো তো আর পরা যায় না। মানুষতো আর একপায়ের জুতো পরে বাইরে বের হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নারায়ণ গোস্বামী কী বলতে চাইছেন জুতো শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে। তাঁদের দাবি, আন্দোলনরত ডাক্তারদের আন্দোলনকে জুতো শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে নারায়ণ গোস্বামী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ডাক্তাদের আন্দোলনকে অপমান করতে চেয়েছেন। আরজি কর কাণ্ডে খুন হওয়া চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রী, তার পরিবার ও সকল আন্দোলনকারীদের অপমান করেছেন।

ফের পুজো কমিটির অনুদান প্রত্যাখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও এক পুজো কমিটির অনুদান প্রত্যাখ্যান। আরজি করের ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে তবেই আগামী বছরে অনুদান নেওয়া হবে, এ কথা জানিয়ে দিল মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি। হুগলির শ্রীরামপুরের মহিলা মিলন চক্র সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করার কথা জানিয়ে মহকুমা শাসককে চিঠি লিখেছে ইতিমধ্যেই। কমিটির প্যাডে লিখে শ্রীরামপুর থানাতেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৈদ্যবাটি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীরামপুর নগারমোড় এলাকায় হয় এই পুজো। পুজো কমিটির সভাপতি তপতী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তো মায়ের জাত। আমাদের কাছে মেয়েদের সুরক্ষা সবথেকে আগে। আমরা মনে করি হাসপাতাল হল সবথেকে নিরাপদ জায়গা। আর সেই হাসপাতালেই যদি এই ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটে একজন মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে, তা হলে তার প্রতিবাদ করতেই হয়।' তিনি আরও জানান, এবার সরকারের দেওয়া অনুদান নেওয়া হচ্ছে না। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে পরেরবার অনুদান নেওয়া হবে কি না, তা ভাবা হবে। পুজো কমিটির সদস্য মহালদী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে আরজি করে, আমরা মহিলারা তার প্রতিবাদ করবই। সরকারি অনুদান চাই না, আমরা চাই বিচার।' এর আগে হুগলির উত্তরপাড়ার তিনটি পুজো কমিটি ও কোন্নগরের একটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজ্যের আরও একাধিক জায়গায় অনেক কমিটিই অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাব নেশনল বেঁক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার
সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি,
কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) ও ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য ।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফশিল

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এর নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং সম্পত্তি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি (গুলির) বন্ধকদাতা (গণ)]	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) রিজার্ভ মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি এর শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়
১.	**শাখা: কলকাতা গড়িয়া (১৪৩১০০)** **প্রতিমা মল্লিক এবং অমিত কুমার মল্লিক** চৌহাটি, প্রমোদ নগর, পায়রা বাগান, ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৪৯ এ/সি নং: 143100NC00006592 সম্পত্তি আইডি: PUNBPRATIMAMAL	৩০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ৬ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস খতিয়ান নং ৬২১ এর অধীনে আরএস দাগ নং ৯৫০ নিয়ে গঠিত যা সিএস খতিয়ান ৯৫০ অধীনে সিএস দাগ নং ৯৫০ এর সাথে সম্পর্কিত। মৌজা - চৌহাটি, জেএল নং ৭৬, আরএস নং ২৩৪, তৌজি নং ৭০ এবং ৭১ পরগনা মৌজা রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অন্তর্গত ২২ নং ওয়ার্ডে এবং হোল্ডিং নং ২৪২ জমির এলাকা ৫ কাঠা থানা সোনারপুর অধীনে জেলা ২৪ পরগনা বিক্রয় দলিল নং আই-০৪৫৮২ তারিখ- ২৭.০৫.২০০৩ **অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী প্রতিমা মল্লিক এবং শ্রী অমিত কুমার মল্লিক। অবস্থান: ২২.৪০৪৯, ৮৮.৪০৬২, ল্যান্ডমার্ক- প্রমোদ সংঘ ক্লাব**	ক) ২৮.০৪.২০২৩ খ) ১১,৬৮,২০১.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২১.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল লেনদেনের অফিসার- শুভজিৎ মন্ডল ৯৬৮১৬-১০৫৫৬	ক) ২১,০৪,০০০/- টাকা খ) ২,১০,৪০০/- টাকা (২৭.০৯.২০২৪ গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ)) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
২.	**শাখা: চেতলা (০০৯৪২০)** মেসার্স বি.এস. ট্রেডার্স ২০এ, রুসা রোড (দক্ষিণ), ৩য় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৩৩ **শ্রী অলক দেব, অমিতাভ দেব ও একায়ন দেব** ৫০/২৭, এম.জি. রোড, অ্যারো রেস্টুরেন্ট ও ফিওবি বিউটি পার্লার এর বিপরীতে, বজ বজ, পিন-৭০০১৩৭, পঃবঃ এ/সি নং: 0094250005727 সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200014	দোতলা আবাসিক ভবন সহ কমবেশি ৮.১/৩ শতক পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ১৫৯/৪ ধর্মতলা রোড, পোস্ট ও থানা- বজবজ, ওয়ার্ড নং-১২, কলকাতা-৭০০১৩৭, মৌজা-গড়ভুক্ত নন্দনপুর, তৌজি নং ৩০৩, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং. ৫৪৯৭ ও ৫৪৯৮, আর.এস. দাগ নং ১৬৪৯, এল.আর. দাগ নং.২০২৮ ,থানা ও এডিএসআরও- বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **কার্পেট এলাকা- কমবেশি ২৫৮০ বর্গফুট প্রয়াত দীপ্তি রানী দেবের নামে থাকা সম্পত্তি এখন স্বত্বাধিকারী অলক দেব** এবং অমিতাভ দেবের নামে - আইনি উত্তরাধিকারী (ডিড নং ২৭১৯/১৯৬৭ তারিখ- ১৯.০৫.১৯৬৭)। **অবস্থান: ২২.৪৮১৪২৬, ৮৮.১৮৯১৮**	ক) ১৮.০২.২০১৯ খ) ১,১৪,৬৬,৫৪৫.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২২.০৪.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল লেনদেনের অফিসার- প্রণব কুমার, ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫	ক) ৪৩,৫৬,০০০/- টাকা খ) ৪,৩৫,৬০০/- টাকা (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৩.	**শাখা: বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** গীতা মাইতি গড়িয়া নবগ্রাম, ঝিল রোড, পোস্ট - পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫২ এ/সি নং: 10696011000527 সম্পত্তি আইডি: PUNBGITAMAITY	'সারদা ভ্যালি' নামক জি +৩ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩সি এর সকল যার মোট সুপার-বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৭১০ বর্গফুট যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, হোল্ডিং নং ২৫৮, উত্তর ধলুয়া, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৯৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর-২০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণ, ২৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্ব- আর.এস. দাগ নং ৪ এর অংশ, পশ্চিম - আর.এস. দাগ নং ৪ এর অংশ **অবস্থান: ২২.৪৭৭৫১৫, ৮৮.৪০৭২৪৩**	ক) ২৫.০৭.২০২২ খ) ২৭,৭১,৩৭৩.৮৬ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৮.১০.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল লেনদেনের অফিসার- সুবীর পাল ৭০০৩৭০৯৭১৫	ক) ১৮,৪৫,০০০/- টাকা খ) ১,৮৪,৫০০/- টাকা (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৪.	**শাখা: বন্দেল রোড, গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **মিঠুন সিকদার এবং দীপশিখা সিকদার** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি ব্যারাকপুর বারাসত রোড পোস্ট-নোনাচন্দনপুকুর কলকাতা-৭০০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রী মিঠুন সিকদার** শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনামেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং: 225110NC00000031 সম্পত্তি আইডি: PUNBMITHUN001	১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা পরিমাপের করে ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ডি-এর সকল যার আছে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১টি ড্রয়িং, স্পেস, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ (প্রক্রিয়াধীন) এবং মার্বেল ফ্লোর সহ, মৌজা - সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং- ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক - এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, প্রিমিসেস নং ৩০০/বি, এইচবি টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট - সোদপুর, থানা - খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩১ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **স্বত্বাধিকারী মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদার। অবস্থান-: ২২.৬৯২৯৫৮, ৮৮.৩৯৩২১৪**	ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) বাস্তবিক দখল লেনদেনের অফিসার- প্রণব কুমার, ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫	ক) ২৫,৪৩,০০০/- টাকা খ) ২,৫৪,৩০০/-টাকা (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৫.	**শাখা: বন্দেল রোড, গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **মিঠুন সিকদার এবং দীপশিখা সিকদার** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি ব্যারাকপুর বারাসত রোড পোস্ট-নোনানচন্দনপুকুর কলকাতা-৭০০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রী মিঠুন সিকদার** শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনামেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং: 225110NC00000031 সম্পত্তি আইডি: PUNBMITHUN002	১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা পরিমাপের করে ৩য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি-এর সকল যার আছে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১টি ড্রয়িং, স্পেস, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ (প্রক্রিয়াধীন) এবং মার্বেল ফ্লোর সহ, মৌজা - সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং- ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক - এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, প্রিমিসেস নং ৩০০/বি, এইচবি টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট - সোদপুর, থানা - খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩১ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **স্বত্বাধিকারী মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদার। অবস্থান: ২২.৬৯২৯৫৮, ৮৮.৩৯৩২১৪**	ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) বাস্তবিক দখল লেনদেনের অফিসার- প্রণব কুমার, ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫	ক) ২৬,৩৩,০০০/- টাকা খ) ২,৬৩,৩০০/- (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৬.	**শাখা: তারাতলা (০৫৩৮২০)** **মেসার্স রিঙ্কু এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী-: রিঙ্কু ঝা** ডব্লিউ-১৫৭, এস. এ. ফারুক রোড, বড়তলা, হাজী রতন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৮ **শ্রীমতী শিলা ঝা (জামিনদার)** ফ্ল্যাট নং ৩, ২য় ফ্লোর, কিউ৩৪৭/১, ষষ্ঠীতলা লেন/ মুদিয়ালী রোড, থানা-মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা- ৭০০০২৪ এ/সি নং: ০৫৩৮২৫০৩০৭৫৫০ সম্পত্তি আইডি: PUNBRINKUENTER	প্রায় ৫৭১ বর্গফুট পরিমাপের (জি+৩) চারতলার (দক্ষিণ পূর্ব দিক) ২য় ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- কিউ-৩৪৭/১, ষষ্ঠীতলা লেন / মুদিয়ালি রোড, থানা মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা- ৭০০০২৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা - গার্ডেন রিচ, তৌজি নং ২০৬, ২১০ ও ১৫৯, দাগ নং ১১৩, ১১৪, ১১৯, তৌজি নং ৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৯, থানা মেটিয়াব্রুজ, ওয়ার্ড নং ১৩৬, ডিআর আলিপুর,এস.আর. বেহালা। **অবস্থান: ২২.৫৪৫০২০৯, ৮৮.২৮২০০৯৯**	ক) ১৪.১১.২০১৮ খ) ২৭,১৩,৩৯৩.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৪.০৭.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) লেনদেনের অফিসার- অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী ৯৬৭৪১-৭১৩৮৪	ক) ৭,৪৬,০০০/- টাকা খ) ৭৪,৬০০/- টাকা (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৭.	**শাখা: বোস পুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **মেসার্স সুপ্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্বাধিকারীব- সুনেন্দু পাল** পিতা- প্রবীর কুমার পাল, ২৯৩, বি. বি. চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪২ এ/সি নং: ০০৭৪২৫০৩০৭৯৫৬ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি: PUNBSUPREMEENG	৪৩৮ বর্গফুট বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের দোতলা বিল্ডিং নিচতলায় পরিমাপ কমবেশি ৩৩৭ বর্গফুট এবং একটি সহ ০১ কাঠা ৬ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রথ ফ্লোরের প্রেমিসেস নং ২৯৩, বি.বি. চ্যাটার্জি রোড, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯১, জে এল নং ৭, মৌজা- গড়সা, খতিয়ান নং ২৯১, দাগ নং ৪৩, তৌজি নং, ১২৯৮/২৮৩৩, থানা-কসবা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুনেন্দু পাল,** পিতা- প্রবীর কুমার পাল। **অবস্থান: ২২.৫১৮৯১, ৮৮.৩৭৫০৪**	ক) ৩০.০৪.২০২১ খ) ২৩,৫০,৩০০,০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২১.০৮.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) লেনদেনের অফিসার- অরূপ চক্রবর্তী ৯৬৭৪১-৭১৩৮৪	ক) ৪১,৫৭,০০০/- টাকা খ) ৪,১৫,৭০০/- টাকা (২৭.০৯.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৮.	**শাখা: বড়িষা (০৮৮৩২০)** **মেসার্স সুমিতা মহিন্তা স্বত্বাধিকারী, সুমিতা মহিন্তা (বর্তমানে মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী - অরিন্দম মহিন্তা ও প্রহর মহিন্তা** সিরশা অ্যাপার্টমেন্ট, এফএল - ১সি, ৩৫, সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০০৮ এ/সি নং: ০৮৮৩২৫০০০১১৭৯ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি: PUNBSUMITAMOHINTA	'সিরশা অ্যাপার্টমেন্ট' নামে একটি জি + ৪ তলা বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১ম ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যার পরিমাপ কমবেশি ৮৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এর সকল,যার প্রিমিসেস নং ৩৫, সন্তোষ রায় রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮, ওয়ার্ড নং ১২৩-এর অধীনে, কমবেশি (ছয়) কাঠা ২(দুই) ছটাক ৪১ (একচল্লিশ) বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর অবস্থিত এবং যার মৌজা- সরকেলহাট, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৩, পরগনা - মাগুরা, তৌজি নং ২৩, আর এস খতিয়ান নং ২৮ এর অধীনে, দাগ নং ৩৬৯ এর সাথে সম্পর্কিত। **স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত সুমিতা মহিন্তা ও শ্রী অরিন্দম মহিন্তা। অবস্থান: ২২.৪৮২০৭৬, ৮৮.৩১৩৪২৪**	ক) ২৯.০২.২০২৪ খ) ২৪,৬৫,৫১৫.০১ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৮.০৫.২০২৪ ঘ) বাস্তবিক দখল লেনদেনের অফিসার- সায়ন সরকার ৮২৪০৬১০৯২৫	ক) ২৫,১৩,০০০/- টাকা খ) ২,৫১,৩০০/- টাকা (১৪.১০.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ১৪.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
৯.	**শাখা: নিউ আলিপুর (০০৯৯২০)** **শ্রীমতী সঙ্গীতা শ' এবং শ্রী দিলীপ কুমার শ' এবং হোটেল গ্রীন প্যালেস এন্ড রেস্টুরেন্ট স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী সঙ্গীতা শ'** ৭, মতিলাল গুপ্ত রোড, পোস্ট- বড়িষা, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ এ/সি নং-: ০০৯৯৩০০০১৭৫৪১ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি: PUNBSANGITASHAW	২ কাঠা এবং ১১ ছটাক (৪.৫ ডেসিমেল) জমি এবং ৩২৬১.০৫৪ বর্গফুট সমন্বিত আবাসিক ভবন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। যার মৌজা - ভাসা, তৌজি নং ১৪, জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ২৬৪ ও ৫৫৫; এল.টি. খতিয়ান নং ২০৭২, আর.এস. দাগ নং. ৫৩৯ এবং ৫৪০, এল.আর. দাগ নং. ৫৪২ এবং ৫৪৩, থানা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বিষ্ণুপুর, পরগনা - মাগুরা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনার । **শ্রীমতী সঙ্গীতা শ'** স্বামী- শ্রী দিলীপ কুমার শ'-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।	ক) ২৯.০২.২০২৪ খ) ৩৬,৭৬,০৭১.৬০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৫.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত) লেনদেনের অফিসার- সুশান্ত রঞ্জন ৬২৯১৮৪৭০৫৩	ক) ৯৭,১০,০০০/- টাকা খ) ৯,৭১,০০০/- টাকা (১৪.১০.২০২৪) গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ১৪.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা

সুরক্ষিত পাওনাদারদের জ্ঞাত দায় এর বিবরণ—ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলী

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://ebray.in মাধ্যমে
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ebray.in এবং www.pnbindia.in

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৪
স্থান: কলকাতা
চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার (০৩৩-৪০২৭ ৭২১৪/৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭,৯৬,৩৬৫.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) ০৮.০৫.২০১৪** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ - ১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা, উভয়ের ঠিকানা** - বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১, আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দয়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস নং বস্তালয় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা ৭০০০০১, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৬৫০৩, সম্পত্তি কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকার নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৩৩/১, এন এস রোড, দক্ষিণে : অংশত ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৩৩ এন এস রোড, পশ্চিমে : কর্পোরেশনের চলার পথ ১৬ ফুট ২ ইঞ্চি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪,৪২,৪১৩.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশ তেরো টাকা) ০৩.০৭.২০১৮** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া এবং শ্রী চন্দন পরশরামপুরিয়া (জামিনদাতা), উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএম নিউ টাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা - ৭০০১৫৬, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৮,২৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৮২,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দয়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি-১, অবস্থিত তৃতীয়তলে,উত্তর পূর্ব দিকে,জি-৪ তলা ভবনে লিফটের ব্যবস্থা সহ, সামনের অংশে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গ ফুট, মোজাইক মেঝে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, ডব্লুসি সহ, এক কিচেন, এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ তপশিল 'এ' অনুযায়ী এবং সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা, আলো, ছাদ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, ফিক্সচার, ফিটিং, বিদ্যুৎ সরঞ্জামসংস্থান, তপসিল 'সি' অনুযায়ী, ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান নং ১৯৯-২০০৬-২০০৭ অনুযায়ী, তারিখ ২৪.০৩.২০০৭, চন্দননগর পুরসভা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত থানা চন্দননগর, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীনে হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরে ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (পশ্চিম), পিন : ৭১২১৩৬ এবং প্ল্যান ফ্ল্যাটের চিহ্নিত লাল সীমা চিহ্ন দিয়ে সংযুক্ত এবং প্ল্যান অংশ দলিলের **উল্লেখ্য দলিল নং ১-০২০৮৫/২০১৬, সম্পত্তি শ্রী নরেন্দ্র পরশরাম পুরিয়ার নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট দাগ নং ৬৩৬, দক্ষিণে :১২ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং জমি এলআর দাগ নং ৬৭২,পূর্বে :৫০ ফুট জি টি রোড, পশ্চিমে : প্লট দাগ নং ৬৭৫।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
"এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড"-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৩০.০৪.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2007PTC115406
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২৮৭/৩, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা - ৭০০০৩০ পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৫.০৯.২০২৪ (আইআরপি কর্তৃক ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে নির্দেশ গৃহীত)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৪.০৩.২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম :** শ্রী আশিস গিরিয়া **রেজি নং** - IBBI/IPA-001/IP-P01193/2018-19/11918
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	রেজি ঠিকানা - ৪৯৩/সি/এ, জি টি রোড, বিবেক বিহার ৬ষ্ঠ তল, হাওড়া - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ রেজি. ইমেল আইডি - ashishgiria@gmail.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**যোগাযোগর ঠিকানা :** ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১ ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫২৯বি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ **ইমেল আইডি :** mrnirman24.cirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯.০৯.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা বেঞ্চ) নির্দেশ দিয়েছে এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে।
এম আর নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট **ক্রম নং ১০**-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
আশিস গুপ্তা
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P01193/2018-19/11918
এএফএ নং AA1/11918/02/300625/107216, বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

ভেরিটাস অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস : ৩৮/২এ, গড়িয়াহাট সাউথ রোড, ঢাকুরিয়া, রাস বিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০ ০২৯
CIN : U74999WB2018PLC227215
ফোন: টেলিফোন-: +৯১ - ৩৩ ৪০৪৪ ৬৬৮৩; ই-মেইল-: info@veritaasadvertising.com
ওয়েবসাইট : www.veritaasadvertising.com

সদস্যদের জন্য ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, দুপুর ১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসা লেনদেনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম নোটিশের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪ এর বৈদ্যুতিন প্রেরণ, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) -এ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে কোম্পানিটি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। সংস্থাটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএলকে নিযুক্ত করেছে।
৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, নিরীক্ষক এবং পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন সহ ৬ষ্ঠ এজিএমের নোটিশটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত আছে, তবে সদস্যরা এবং যে সকল সদস্যরা কোম্পানি/ডিপিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.veritaasadvertising.com থেকে এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারেন এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এ ও পাওয়া যেতে পারে।
যে সকল সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-তে নিবন্ধিত নয়, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে আমাদেরকে cs@veritaasadvertising.com-এ ই-মেইল লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড এবং এজিএম চলাকালীন রিমোটভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতির জন্য, সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং এর বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল-
(১) রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ টা এ শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫.০০ টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
(২) সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে।
(৩) ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে যে সকল সদস্যদের নাম সদস্য/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে তাদের এজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং ৩০ আগস্ট,২০২৪ এর পরে সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ৩০ আগস্ট, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেন তাঁরা investor@masserv.com -এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, অথবা টেলিফোন-,৯১১১ ৪১৩২ ০৩৩৫ এ কল করতে পারেন।
(৪) কোনো সদস্য একবার ভোট দিলে, পরবর্তীতে তাকে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
(৫) ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন।
(৬) যে সকল সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ কল করতে পারেন অথবা atevoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর সেকসন ৯১ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএম এর উদ্দেশ্যে।

ভেরিটাস অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
দেবজ্যোতি ব্যানার্জী
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN:08126557
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭-০৯-২০২৪

হাসপাতালের লিগ্যাল অ্যাডভাইসরকে প্রাণে মারার হুমকি চিকিৎসক পড়ুয়ার!

সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ফের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য নদিয়ার কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে। হাসপাতালে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারকে প্রাণে মেরে ফেলে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠল হাসপাতালেরই এক ছাত্রনেতা শেখ মোহাম্মদ অখিল নামে এক চিকিৎসক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

জানা যায়, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এবং কল্যাণী জেএনএম কলেজের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার অনিরুদ্ধ ঘোষকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছেন জেএনএম হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিক্যালের পিজিটি স্টুডেন্ট শেখ মোঃ অখিল। এ বিষয়ে অনিরুদ্ধবাবুর দাবি, হাসপাতালে বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্ম চলে। কোনও সময় মহিলাদের হস্টেলে ঢুকে ভাঙচুর, টাকার বিনিময়ে অক্সিজেন দেওয়া এবং রোগীর পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটানো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাসপাতালে বিভিন্ন রকম অনিয়মের বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অনিরুদ্ধবাবু। তারপরেই তাঁর ওপর চড়াও হন শেখ মোহাম্মদ অখিল নামে ওই চিকিৎসক পড়ুয়া। এরপর তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেন।

যদিও জেএন এম হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল অভিজিৎবাবুর ওপরেও অভিযোগ করেছেন অনিরুদ্ধ ঘোষ। তাঁর দাবি, তাঁর মদতেই এই সমস্ত কাজকর্ম জেএনএম হাসপাতালে হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে মৃত্যু হুমকি খেতে হয় অখিলের কাছে। যদিও এরপরই কল্যাণী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অনিরুদ্ধবাবুর তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত চিকিৎসক পড়ুয়া শেখ মোহাম্মদ অখিল।

তিনি দাবি করেন, হাসপাতালে একাধিক দুর্নীতি হচ্ছিল তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অখিল। তাই তাঁকে অপদস্ত করতে এবং সর্বসমক্ষে অপমানিত করা যায় তারই উদ্যোগ নিয়েছিলেন অনিরুদ্ধবাবু। দুর্নীতির বিপক্ষে তিনি রুখে দাঁড়ালে তাঁকে ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও নাকি দিয়েছেন অনিরুদ্ধ ঘোষ নামে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের ওই লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। তবে তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। যদিও অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে অখিলের তর্কাতর্কির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অখিল নিজেও। এখন দেখার এই বিষয়ে প্রশাসন কি ভূমিকা গ্রহণ করে!

লালা প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন বিচারকের, হল না চার্জ গঠন

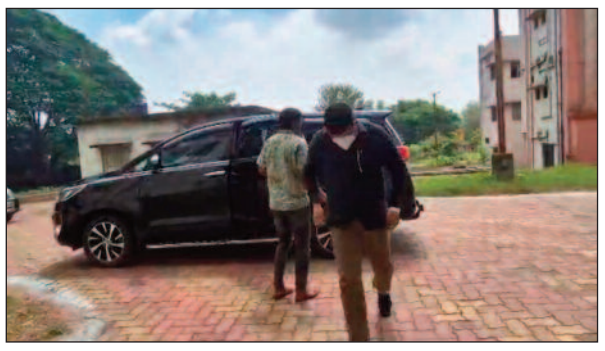

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা, অভিযুক্ত না সাক্ষী? সিবিআইয়ের ভূমিকা দেখে প্রশ্ন তুললেন আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক।

কয়লা পাচার মামলায় প্রধান অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালাকে সিবিআইয়ের তলব করার পদ্ধতি নিয়ে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর তীব্র ভর্ৎসনার মুখে সিবিআইয়ের আইনজীবী। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সব অভিযুক্তরা। শনিবার ফাইনাল চার্জফ্রেম গঠন করার কথা থাকলেও, এই মামলায় জড়িত থাকা একাধিক সংস্থার আইনি জটিলতার কারণে আজ চার্জফ্রেম গঠন করা যায়নি। সেই মামলার শুনানি হয় শনিবার।

শুনানি শেষে অনুপ মাজি ওরফে লালাকে ডেকে বিচারক জিজ্ঞেস করেন তাঁকে সিবিআই নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কী ভাবে ডাকে? লালা তাঁর আইনজীবীকে জানান ই-মেইল করে ডাকা হচ্ছে তাঁকে। তখন বিচারক সেই মেইল দেখতে চান। লালা তাঁর মোবাইল দিলে সেই মোবাইল থেকে মেইল বের করে বিস্মিত হয়ে যান বিচারক। সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ কুমারকে মেইলটি দেখিয়ে বিচারক জানতে চান, এই ভাবে চার্জশিট পেশের পরে কাউকে তলব করা যায় কিনা? বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, একজন অভিযুক্তকে সাধারণ ভাবে ডাকা হচ্ছে কেন? সে জানতেই পারছে না যে সে অভিযুক্ত না সাক্ষী। কী কারণে তাঁকে ডাকা হচ্ছে সে কথাও উল্লেখ করা হয়নি। বিচারকের তোলা কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি সিবিআইয়ের আইনজীবী। এরপর মামলার ফাইনাল চার্জ গঠনের পরবর্তী শুনানি ১৪ নভেম্বর ধার্য করা হয় এবং চলতি মাসের ২১ তারিখ কয়লা-কাণ্ডে জড়িত কোম্পানি সংক্রান্ত শুনানির দিন ধার্য করা হয়।

উদ্বোধন নিয়ে দেবকে কুণাল ঘোষের কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের মধ্যে জোর কাজিয়া শুরু হয়েছে। ঘাটালের সাংসদ দেবের এই উদ্বোধন নিয়ে শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে দেবকে তীব্র আক্রমণ করে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, গত ১২ মার্চ ঘাটাল হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের ফলক লাগানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত সেই ফলক তুলে দিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার সেই ইউনিটেরই উদ্বোধন করেন সাংসদ দেব। মুখ্যমন্ত্রীর নামের ফলক তুলে দিয়ে সেখানে দেব নিজের নামের ফলক বসিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন কুণাল ঘোষ।

কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, শুধু সুপারস্টার বলেই কি এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম তুলে দিয়ে নিজের নাম বসানো যায়? কুণাল ঘোষ দেবকে শুধু হিরো নয়, রিয়েল হিরো বলেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন। কুণাল ঘোষের এই বক্তব্যের জবাব সমাজ মাধ্যমেই দিয়েছেন ঘাটালের সাংসদ দেব। দেব বলেছেন, তথ্য যাচাই না করে কুণাল ঘোষের মন্তব্য না করাই ভালো। ঘাটাল হাসপাতালের এই প্রকল্পে সুপারস্টার দেব কিংবা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ উপকৃত হবে না, উপকৃত হবেন ঘাটাল মহকুমার আপামর জনতা।

উল্লেখ্য, বুধবার ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলার পর ডায়ালিসিস বিভাগে পাঁচটি বেডের উদ্বোধন করেন ঘাটালের সাংসদ দেব।

মন্ত্রী ও বিধায়কের স্মারকলিপি: সিঙ্গুর গোলাম মোহনী স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়ে ধর্ষণ শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাকে জনমানসে বিভ্রান্ত ও মেকি আন্দোলন করার প্রতিবাদে এবং ঘটনাকে জনমানসে সমাজমাধ্যমের দ্বারা বিভ্রান্তকারীদের আইনগত উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এবং রাত দখল ও ভোর দখলের নামে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদেরই আন্দোলনকারী মহিলাদের ওপর নিজেরাই অপকর্ম করে শাসকদলের মিথ্যে দায় চাপাতে না পারে তার জন্য পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানোর দাবিতে শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় কামারকুন্ডুতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপারের কাছে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্নার নেতৃত্বে সিঙ্গুর ও হরিপালের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে লিখিত স্মারকলিপি জমা এবং সাংবাদিক সম্মেলন হল।

গণেশ চতুর্থীতে সিউড়ি মসজিদ মোড়ে গণেশ পুজোর আয়োজন।

সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য পার হতে হয় একাধিক ধাপ। আর তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় পিছিয়ে আসতে হয় বাংলার ছেলেমেয়েদের। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি কম। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা গাইডলাইন না থাকায় এই ব্যর্থতা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আবেগে যে একটুকু ভাটা পড়েনি বরং বেড়েছে তার প্রমাণ মিলল আমতায়। আর এ ক্ষেত্রে তরুণীরা যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে তারও প্রমাণ মিলল রসপুরের 'অগ্রগতি' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক সেমিনারে। জানা গিয়েছে, শনিবার ব্যারাকপুরের অফিসিয়ালসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত 'সেমিনার অন ন্যাশনাল সেশন অন দ্য রিক্রুটমেন্ট ইন্ডিয়ান আর্মি' শীর্ষক এই সেমিনারে আমতা বৃত্তের পাঁচটি স্কুল ও তিনটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রশিক্ষণের শেষ লগ্নে দেখা গেল রীতিমতো বদলে গিয়েছে তাঁদের স্ট্যামিনা। অতিরিক্ত স্পার্ক দেখা গিয়েছে ছাত্রীদের মধ্যে। উপস্থিত ছিলেন মেজর এসকে সিং, শৈলেশ কুমার প্রমুখ।

এদিন অগ্রগতির প্রাণ পুরুষ তপন মণ্ডল বলেন, 'মেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি, যা দেখে মন ভরে গেল।' প্রশিক্ষণ নিতে আসা এক তরুণী বলেন, 'জলপাই উর্দি দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। তাছাড়া শারিরীক ও মানসিক শক্তিটাও অত্যন্ত জরুরি।' এই সেমিনারকে ঘিরে রীতিমতো উচ্ছ্বাস দেখা যায় সকলের মধ্যে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নদিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন শুশুনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি) মোহনপুর নদিয়ার ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সাব ক্যাম্পাস শুশুনিয়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে। আর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঁকুড়ায় এলেন দুখু মাঝি। দুখু মাঝি হলেন পশ্চিমবঙ্গের একজন সক্রিয় নামকরা পরিবেশবিদ, যিনি ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ অসামরিক পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি) মোহনপুর নদিয়ার ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হল সাব ক্যাম্পাস শুশুনিয়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত 'গাছ দাদু' নামে পরিচিত দুখু মাঝি।

শুশুনিয়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে এসে পদ্মশ্রী ভূষিত দুখু মাঝি জানান যে, যেখানেই সবুজের আহ্বান সেখানেই তিনি। এমনিতেই মহাবিদ্যালয়ে রয়েছে প্রচুর গাছগাছালি। দুখু মাঝি কৃষি মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। বাঁকুড়ার মাটি রুখাশুখা, অনেকটাই পুরুলিয়ার মতো। তিনি বলেন, 'পরেরবার যখন আসব, তখন যেন আরও সবুজ দেখতে পাই।' বাঁকুড়ার এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হল। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশন বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার শুভঙ্কর দাস, ছাতনার বিডিও সৌরভ ধল্ল, মেজিয়ার বিডিও শেখ আবদুল্লা সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিক ও কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শতাধিক ছাত্রছাত্রী।

মন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন গ্রামে বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হল দুর্গাপুর থেকে সিলামপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা। শনিবার বিকেলে সবুজ ঝান্ডা দেখিয়ে বাসের যাত্রা শুরু করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এদিন কাঁকসার বাবনাবেরা গ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাস পরিষেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, নবসামন্ত, কুলদীপ সরকার, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কনিকা বাগদি, উপপ্রধান নাসিম আলি মির সহ বিশিষ্টজনরা।

কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, বহু বছরের মানুষের আবেদন ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস পরিষেবার। যে বাসটি দুর্গাপুর থেকে শুরু করে কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোবাঘাটা হয়ে কাঁকসার সিলামপুর পর্যন্ত যাবে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলা এই বাস পরিষেবার শুরু হলে আগামী দিনে বহু মানুষের সুবিধা হবে যারা গ্রামগঞ্জ থেকে কষ্ট করে পানাগড়ে বা দুর্গাপুরে যায়। তবে এই বাস কাঁকসার সিলামপুর হয়ে পানাগড়ের রেলপাড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে বলে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে কম সময়ের মধ্যে গ্রামের মানুষ তাঁরা তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

আরজি কর-কাণ্ডের বিচার নিয়ে সোচ্চার: সময় যত গড়াচ্ছে ততই আরজি কর কাণ্ডের জাসটিস চেয়ে প্রতিবাদের ঝাজ বাড়ছে। সেকারনেই শনিবার সাত সকালে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল বারাসাত শহরবাসী। বারাসাত চাঁপাডালি সহ বারাসাত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল বারাসাতের নাগরিক সমাজ তাদের একটাই দাবি আরজিকর কাণ্ডের দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মুখে জাস্টিস ফর আরজি কর স্লোগানে রাস্তায় নামে নাগরিক সমাজ। পাশাপাশি এদিন বিকেলে বারাসত কলোনি মোড় এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্যরা পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিছিল করেন।

বানভাসিদের ত্রাণসামগ্রী ও খাওয়ার বিলি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একমাস ধরে জলের তলায় মানিকচক ব্লকের গোটা ভূতনি এলাকা। তবুও বানভাসিদের ত্রাণসামগ্রী এবং খাওয়ার বিলিতে থেমে নেই প্রশাসন। দুবেলা নিয়ম করে বানভাসিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে প্রশাসনের থেকে দেওয়া খিচুড়ি, সবজি আবার কখনও ডাল-ভাত, সবজি। মাঝেমধ্যে দেওয়া হচ্ছে ডিমও। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তারাও ভূতনি এলাকার বানভাসি মানুষদের জন্য ত্রাণসামগ্রী বিলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদিও এই অবস্থায় বিরোধী দল বিজেপি বানভাসিদের সহযোগিতা না করে শুধুমাত্র রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের। পালটা মন্ত্রীর এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। যদিও রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যেও ভূতনির বানভাসিদের এখন সবথেকে বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিষধর সাপ ও বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে। যদিও সেদিকেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তারাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তদারকি করছেন।

উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের ভূতনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চণ্ডীপুর, উত্তর চণ্ডীপুর এবং হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার গঙ্গা জলে প্লাবিত হয়েছে। ওইসব গ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরটোলা, কুলিনটোলা, থানাপাড়া, সামিরুদ্দিন টোলা, গোবর্ধনটোলা, উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুরের প্রায় সাইড থেকে সত্তর হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। অধিকাংশ বাসিন্দারাই নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে আসেননি, বাড়ির একতলার গলা সমান জল হলেও তাঁরা রয়েছেন ছাদে। বানভাসিদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকো। বাড়িতে জল, স্কুলে জল, এমনকি ভূতনি থানাও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। ভূতনির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা।

বিভিন্ন এলাকার বানভাসি মানুষেরা জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়ম করে খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বন্যার জলে প্লাবিত হলে তাদের এখন সাপ ও পোকামাকড়ের আতঙ্কই ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বাড়ির ছাদেরে আশ্রয় নিলেও যত্রতত্র বিষধর সাপ উঠে পড়ছে। এছাড়াও যেসব স্কুলগুলিতে বানভাসিরা আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রশাসনকে বিশেষ নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বানভাসি মানুষেরা।

ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, বানভাসিদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ এবং দুবেলা খাওয়ার পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির আগে যদি কেন্দ্র সরকার পাশে দাঁড়াত তা হলে আজকে ভূতনি এলাকার হাজার হাজার মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হত না। বরঞ্চ ওরা বানভাসিদের পাশে না দাঁড়িয়ে রীতিমতো রাজনীতি করছে। মালদার বিজেপি এবং কংগ্রেস দলের দুই সাংসদ একবারের জন্যও বানভাসীদের পাশে দাঁড়াননি। অথচ ওরা রাজনীতি করতে ওস্তাদ। ইতিমধ্যে ভূতনি এলাকায় বেশ কয়েকবার গিয়ে বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিদিন ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি রয়েছে। তবে নতুন করে গঙ্গার জল বাড়েনি।

ত্রিপল খাটিয়ে বাস সোনামুখীর তিন নম্বর ওয়ার্ডবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সোনামুখী পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের দত্তপুকুর, কেঁচকিবন এলাকায় ১০ থেকে ১ টি পরিবার ত্রিপল খাঁটিয়ে বসবাস করছে। প্রসঙ্গত, গত চার বছর আগে এই এলাকায় বন্যা হয় আর তার ফলেই বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায় ও ভেঙে যায়। স্থানীয়দের দাবি, তার পর থেকে পুরসভায় তাঁদের অবস্থার কথা বারংবার জানানো হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাতেও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন যে, 'আমরা সরকারকে দেখছি কিন্তু সরকার আমাদেরকে দেখছে না, আমরা কি মানুষ নই, সরকার যদি আমাদেরকে একটা ঘর করে দেয়, খুব ভালো হয়।' এই দাবি সামনে রেখে স্থানীয়রা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, 'আমরা যদি আবাস যোজনার বাড়ি না পাই তা হলে ভোট দেব না।'

এই বিষয়ে সোনামুখী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সত্যি করেই ওই এলাকায় দুঃস্থ মানুষের বসবাস, ওখানের মানুষ দিন আনে দিন খায় এরকম ১৫টি পরিবার আছে যাদের মাথার ওপর ছাদ নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন কিছু ঘরের অ্যালটমেন্ট দিয়েছেন। ওই তিন নম্বর ওয়ার্ডের মানুষদেরকে সোনামুখী পুরসভার পক্ষ থেকে মাথার ওপর ছাদ করে দেওয়া হবে।'

এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। সোনামুখী টাউন বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট অক্ষয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দেখুন সোনামুখীর তিন নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের ওয়ার্ড ছিল, আগে যিনি ওই ওয়ার্ডের এমএলএ ছিলেন তাঁর আমলেও উন্নয়ন হয়নি আর এখনও উন্নয়ন হয়নি।' সত্যি যে ভাবে একটা পুরসভা এলাকার মানুষ দীর্ঘ চার বছর ধরে দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে, যে ভাবে তারা ত্রিপল খাঁটিয়ে রোদ, জল, ঝড়, মাথায় নিয়ে বসবাস করছেন তা দেখে উঠছে প্রশ্ন। আদৌ কি সরকারের আবাস যোজনা পাবে এই মানুষগুলো, কবে মাথার ওপর ছাদ হবে এই মানুষগুলোর সেদিকেই এখন তাকিয়ে সোনামুখী এলাকার মানুষ।

চালকদের হেলমেট পরিয়ে পথ নিরাপত্তায় সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে বাইক চালকদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেন ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীরা।

কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, গত এক তারিখ ছিল পুলিশ ডে এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের স্থাপনা দিবস। এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে সাতদিনব্যাপী পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সাতদিনের কর্মসূচিকে সামনে রেখে গত সাতদিন ধরে নানান কর্মসূচি পালন করেন ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীরা। সেইমতো শনিবার জাতীয় সড়কের ওপর কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে যে সমস্ত বাইক আরোহীদের মাথায় হেলমেট ছিল না তাদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে যাতে তারা সর্বদা বাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করে এবং নিয়ম মেনে বাইক চালায় সেই বিষয়ে সচেতন করা হয় ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। ট্র্যাফিক পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সারা বছরই তারা সাধারণ মানুষকে সচেতন হয়ে বাইক চালানোর কথা বলেন। পাশাপাশি সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফের প্রচার করে চলেছেন বিভিন্ন জায়গায়। দুর্ঘটনা রুখতে তারা লাগাতার এই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে মানুষ সচেতন ভাবে গাড়ি বা বাইক চালালে রাস্তা ঘাটে দুর্ঘটনা অনেকটাই রোখা সম্ভব হয়ে উঠবে।

গ্রামবাংলার পরিবেশ এবং পটপুতুলে সাজবে মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হারিয়ে যাওয়া লাল মাটির দেশের গ্রামবাংলার পরিবেশকে তুলে ধরে এবং পটপুতুলের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হবে পুজো মণ্ডপ। একদিকে গ্রামীণ বাংলার চিত্র অপরদিকে থাকবে পটের পুতুল। রীতিমতো এবারে দুর্গাপূজায় গ্রামবাংলার পরিবেশকেই থিম করে দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে মহানন্দাপল্লির সুকান্ত স্মৃতি সংঘের দুর্গাপুজো।

বর্তমান সময়ে যেখানে আইপ্যাড থেকে শুরু করে উন্নতমানের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত আট থেকে আশি, তার ঠিক উলটোদিকেই দুর্গাপুজোর থিমের মাধ্যমেই চিত্রটা গড়ে উঠবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন যুক্ত একটা গ্রাম্য পরিবেশ। শনিবার সকালে এই মহানন্দাপল্লি এলাকার সুকান্ত স্মৃতি সংঘের খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতেই ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা সংশ্লিষ্ট ক্লাবের দুর্গাপুজোর প্রধান উদ্যোক্তা বাবলা সরকার উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশীরা। রীতিমতো ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে পুরোহিতের মন্ত্র-উচ্চারণের মাধ্যমেই এদিনের এই খুঁটিপুজো সম্পন্ন হয়।

তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বাবলা সরকার জানা, এবারে তাদের পুজোর ৪৬তম বর্ষ। পুজোর বাজেট কয়েক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এবারের পুজোতেই হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলাকেই মূলত তুলে ধরা হচ্ছে। বীরভূম, বাঁকুড়ার লাল মাটির দেশের পটপুতুল তৈরি করে পুজো মণ্ডপে সাজানো হবে। এদিন গণেশ চতুর্দশী উপলক্ষে খুঁটিপুজো দিয়েই দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিস্ফোরক শাহ

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর: কাশ্মীরে ভোটে জিততে ফের সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার জম্মুতে ভোটপ্রচারে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস বা পিডিপি ক্ষমতায় চলে এলে ফের জঙ্গিদের প্রতি যারা সহমর্মিতা দেখায় তাদের দাপট বাড়বে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শাহের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে কার্যত লুটতরাজ চালাচ্ছে তিনটি পরিবার। ওরা ক্ষমতায় ফিরলে কাশ্মীরে আতঙ্ক ফিরবে। এই তিনটি পরিবারকে শাহ দীর্ঘদিন ধরেই নিশানা করছেন। বস্তুত ভারতে অন্তর্ভুক্তির পর থেকেই কাশ্মীরের মসনদ থেকেছে মুফতি পরিবার, আবদুল্লাহ পরিবার এবং কংগ্রেস। এই তিন দলকে একযোগে নিশানা করেছেন শাহ। সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি জম্মু ও কাশ্মীরকে আবার সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিতে চায়।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য কাশ্মীরকে অশান্ত করা। সেজন্য ওরা ক্ষমতায় এলে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের মুক্তি দেবে। যারা পাথর ছোড়ে তাদের দাপট বাড়বে। অমিত শাহর দাবি, 'মোদি জমানায় জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা ৭০ শতাংশ কমেছে। আজ সন্ত্রাস শেষের পথে। জম্মুকেই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে হবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাস আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

১০ বছর পর নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। চলতি মাসে ১৮ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাজিমাত করতে হিন্দুত্বই অস্ত্র বিজেপির। শুক্রবারই জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে বিজেপির তরফে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে প্রকাশিত ইস্তেহার পত্রে ২৫টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পুনর্বাসন, মন্দিরের পুনর্গঠন ও সংস্কারের মতো ঢালাও প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি মহিলা ও পড়ুয়াদের জন্য বিপুল আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলে সমর্থন এএসআইয়েরও

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে কেন্দ্রের পাশেই দাঁড়াল ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বা এএসআই। শুক্রবার যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) সামনে কেন্দ্রের সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করেন এএসআই আধিকারিকরা। কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আধিকারিকরাও এই বিলের পক্ষে জোরাল সওয়াল করেন।

লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ হলেও বিরোধীদের আপত্তিতে তা পাশ করাতে পারেনি সরকার। বিলটিকে পাঠানো হয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে। এই বিল নিয়ে আলোচনার জন্য ৩১ সদস্যের কমিটি গড়েছে কেন্দ্র। সেই কমিটির বৈঠকেই শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং এএসআইয়ের আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, এএসআইয়ের উপস্থাপনায় উঠে আসে প্রায় ১৩০টি স্থাপত্য এবং সম্পত্তির কথা, যে গুলি নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে বিতর্ক চলছে। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের আধিকারিকরা দাবি করেন, ওয়াকফ বোর্ডের অসীম ক্ষমতার জন্যই এই স্থাপত্যগুলি নিয়ে এত বিতর্ক। সংস্কৃতি মন্ত্রকের আধিকারিকরা আবার দাবি করেন, এভাবে পছন্দমতো যে কোনও সম্পত্তি দাবি করতে পারে না ওয়াকফ বোর্ড। সূত্রের খবর, সরকারি আধিকারিকদের এই বক্তব্যে ফুঁসে ওঠেন বিরোধীরা। তাঁরা পালটা দাবি করেন, সরকারি আধিকারিকরা ভুয়ো খবর দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। আরও দায়িত্বশীলভাবে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা উচিত তাঁদের।

কোনও স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি নয় শিশু

পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: শিশু কোনও স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি নয় যাকে ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক পাঠানো যাবে। মধ্যপ্রদেশের ২ বছর ৭ মাসের শিশুর কাস্টডি মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলছে, কোনও শিশুর কাস্টডি দেওয়ার আগে সেই সিদ্ধান্ত তার মননে কী প্রভাব ফেলবে, সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত আদালতের।

কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল হয়, একটি ২ বছর ৭ মাসের শিশুর কাস্টডি নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় পিটিশনটি শীর্ষ আদালতে আসে। শিশুটির যখন ১১ মাস বয়স তখন তার মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তারপর থেকে সে মাসির কাছে মানুষ। শিশুটির বাবা শিশুর সন্ধান পেতে একটি হেবিয়াস কর্পাসের মামলা করেন। হাইকোর্ট ওই মামলায় রায় দিয়েছিল, মাসির কাছে শিশুটিকে রাখা যাবে না। বাবাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

পালটা সুপ্রিম কোর্টে যান মাসি। সেই মামলাতেই শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এএস ওকা এবং এজি মাসিহর বেঞ্চ বলে, এই ধরনের বিষয় মানবিকতা দিয়ে বিচার করা উচিত। শিশু কোনও 'স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি' নয়। তার মানসিক অবস্থার কথা না ভেবে তাকে চাইলেই আজ এখানে কাল ওখানে পাঠানো যায় না। হাইকোর্ট বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়মের ভিত্তিতে মানবিকতার ভিত্তিতে নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, 'শিশুটি তার বাবা বা সেই পরিবারকে কাউকে দেখেনি এক বছরের উপর। এই পরিস্থিতিতে যার কাছে সে বড় হচ্ছে তার থেকে সরিয়ে নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখলে তাঁর মনের উপর বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে।' শীর্ষ আদালত শিশুটির ভার তাঁর মাসিকেই দিয়েছে। বাচ্চাটির সঙ্গে তার বাবা ১৫ দিনে একবার করে দেখা করতে পারবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মা বাবার বিচ্ছেদ, বা বাবা-মায়ের মৃত্যু, বিরূপ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় শিশুদের। তাঁদের লালন-পালন, বেড়ে ওঠা এসবকিছুই পুরোপুরি নির্ভর করে আদালত এবং আইনের বইয়ে লেখা বাধাধরা কিছু নিয়মের উপরে। অথচ এর কী প্রভাব শিশুর মননে পড়ছে, সেটা ভেবে দেখা যায় না। সেটার উপরই এবার আলোকপাত করল শীর্ষ আদালত।

কমলা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা ডিকের

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর: আমেরিকার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রিপাবলিকান নেতা ডিক চেনি আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। নিজ দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রিপাবলিকানদের জন্য হুমকি উল্লেখ করে এ ঘোষণা দেন তিনি। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের শাসনকালে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডিক চেনি। সে সময় তাঁকে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত।

আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরোধিতা করে ডিক চেনি বলেন, 'রিপাবলিকান পার্টির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো এত বড় হুমকি কেউ ছিল না।' ডিক চেনির মেয়ে এবং প্রাক্তন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা লিজ চেনিও এর আগে টেক্সাসে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, তাঁর বাবা ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীকে সমর্থনের পরিকল্পনা করছেন। ডিক চেনি বলেন, 'তিনি (ট্রাম্প) নিজেকে ক্ষমতায় বহাল রাখতে মিথ্যা এবং সহিংসতার মধ্য দিয়ে গত নির্বাচনের ফল চুরি করতে চেয়েছিলেন। আবারও তাঁকে ক্ষমতা বসানোর মতো ভরসা কখনওই করা যায় না।'

রিপাবলিকান এ নেতা আরও বলেন, 'আমাদের সংবিধানের সুরক্ষার জন্য দেশকে দলমতের ঊর্ধ্বে রাখাটা নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। এ কারণে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে আমার ভোটটি দেব।' বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রচার শিবিরের পক্ষ থেকে চেনির বক্তব্যকে স্বাগত জানানো হয়েছে। প্রচার শিবিরের চেয়ারপারসন জেন ও' মালি ডিলন বলেন, 'প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনির সমর্থন পেয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা গর্ববোধ করছেন। দেশকে দলের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মতো সাহস দেখানোয় তিনি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।'

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রার্থীপদ নিয়ে উদ্বেগ জানানো রিপাবলিকানদের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছে। সে তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ডিক চেনি। তাঁর মেয়ে লিজ চেনিও ইতিমধ্যে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন জানিয়েছেন। লিজ চেনি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার ঘটনা তদন্তে প্রতিনিধি পরিষদ থেকে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কাজ করেছেন। ওই ঘটনার পর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিশংসিত করার পক্ষে যে ১০ জন রিপাবলিকান ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন লিজ চেনি। ২০২২ সালে ট্রাম্প, সমর্থিত এক প্রার্থীর কাছে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর আসনটি হারান। এদিকে ডিক চেনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেওয়ার পর ট্রাম্প এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ট্রাম্প প্রাক্তন এই ভাইস প্রেসিডেন্টকে 'অপ্রাসঙ্গিক রিনো' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'তিনি নামমাত্র রিপাবলিকান।' ইরাক যুদ্ধে ডিক চেনির ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেছেন, 'তিনি অন্তহীন, অর্থহীন যুদ্ধের রাজা।'

জালিয়াতির দায়ে আইএএস পূজাকে বরখাস্ত করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: বিতর্কের মধ্যে অবশেষে টনক নড়ল কেন্দ্রের। বরখাস্ত করা হল বিতর্কিত আইএএস আধিকারিক পূজা খেদকারকে। সূত্রের খবর, পূজাকে অবিলম্বে আইএএস আধিকারিক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাসখানেক আগেই পূজার ইউপিএসসি প্রার্থীপদও বাতিল করা হয়েছে।

২০২৩ সালের ব্যাচের শিক্ষানবিশ আমলা পূজা মহারাষ্ট্রের পুনেতে অ্যাসিসট্যান্ট কালেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রবেশনারি আইএএস অফিসারদের যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা নয়, তাও নিচ্ছিলেন তিনি। নিজের অডি গাড়িতে লালবাতি এবং মহারাষ্ট্র সরকারের বোর্ড লাগিয়ে ঘুরতেন। যদিও সেই অনুমতি নেই প্রবেশনারি আইএএস অফিসারদের। চাকরিতে যোগ দিয়েই ক্ষমতার অপব্যবহারের পাশাপাশি পূজার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অ্যাডিশনাল কালেক্টর অজয় মোরের অনুমোদন ছাড়াই তাঁর অফিসের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলে অফিসের একাংশ দখল করেন তিনি। পাশাপাশি রেভিনিউ অ্যাসিসট্যান্টকে পূজা নির্দেশ দেন, লেটারহেড দিতে হবে তাঁকে। ঘরের বাইরে রাখতে হবে নেমপ্লেট।

এসব অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর পূজার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে আরও বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায়। জানা যায়, ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করতেও বহু নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেছেন তিনি। নির্ধারিত সীমার বেশিবার পরীক্ষা দিতে নাম, পরিচয় ও বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল পূজার বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের দাবি, ২০২০ সালে তাঁর ব্যবহৃত নাম ছিল খেদকার পূজা দিলীপরাও। বয়স লেখা ছিল ৩০। আবার ২০২৩ সালের পরীক্ষায় নাম পূজা মনোরমা দিলীপ খেদকার। বয়স ৩১। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তিন বছরে মাত্র এক বছর বয়স কী করে বাড়ল! আসলে ইউপিএসসিতে জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থী ৩২ বছর বয়সের মধ্যে ৬ বার পরীক্ষা দিতে পারেন। আবার ওবিসি প্রার্থীরা ৩৫ বছরের মধ্যে ৯ বার পরীক্ষায় বসতে পারেন। সূত্রের দাবি, পূজা মোট ১১ বার ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। অভিযোগ প্রতিবার পরীক্ষা দেওয়ার সময় নিজের নাম ও বয়স ভাঁড়িয়েছেন তিনি।

ইউপিএসসি প্রার্থীপদ বাতিল হওয়ায় পূজা আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এবার কেন্দ্রও তাঁর আইএএস আধিকারিকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। ফলে আর সরকারি আমলা হিসাবে কাজ করার সুযোগ রইল না পূজার কাছে।

লখনউয়ে তিনতলা বাড়ি ভেঙে মৃত অন্তত ৫

বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা

লখনউ, ৭ সেপ্টেম্বর: লখনউ শহরের ট্রান্সপোর্ট নগরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ি। বুধবার দুপুরের এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৮ জনকে। প্রশাসনের আশঙ্কা, ভিতরে অনেকে চাপা পড়ে আছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

লখনউয়ের পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, শহরের ট্রান্সপোর্ট নগরে একটি তিনতলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। বাড়ি ভাঙায় রাস্তায় দাঁড়ানো একটি ট্রাক উলটে পড়ে। এই ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে হাত লাগায় এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, দমকল এবং পুলিশ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কথা জানা মাত্র বিষয়টিতে নজর রাখছেন খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজন মতো সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যোগী। মৃদের সমবেদনা জানিয়েছেন, আহতদের আরোগ্য কামনা করেও বার্তা দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

সুনীতা-উইলমোরকে ছাড়াই ফিরল মহাকাশযান

নিউ মেক্সিকো, ৭ সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে পৃথিবীতে ফিরেছে আমেরিকার উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের মহাকাশযান স্টারলাইনার, তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নভোচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও ব্যারি ই উইলমোরকে ছাড়াই ফিরতে হয়েছে মহাকাশযানটিকে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যান্ডস স্পেস হারবরে প্যারাসুট ও বাতাসের বেগের সহায়তায় অবতরণ করে স্টারলাইনার। এর ছয় ঘণ্টা আগে সেটি আইএসএস থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। বেশ কয়েক বছর বিলম্বের পর গত জুনে সুনীতা ও ব্যারিকে নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল স্টারলাইনার, তবে এটি ছিল মূলত পরীক্ষামূলক যাত্রা। এই যাত্রা সফল হলে মহাকাশযানটিকে নভোচারী আনা-নেওয়ার কাজের জন্য অনুমোদন দেওয়া হত।

তবে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর পর স্টারলাইনের ইঞ্জিনের থ্রাস্টারে ত্রুটি দেখা দেয়। ছিদ্র দিয়ে জ্বালানি হিলিয়ামও বের হতে থাকে। এতে বোয়িংয়ের পরিকল্পনা বিফল হয়। পরে মার্কিন মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নাসা সিদ্ধান্ত নেয়, সুনীতা ও ব্যারিকে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের 'ক্রু ড্রাগন' মহাকাশযানে পৃথিবীতে আনা হবে। তবে এ জন্য ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় লাগবে।

স্পেসএক্স মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান। শত বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তুলনায় স্পেনএক্সকে তরুণই বলা চলে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানটির চেয়ে এরই মধ্যে বেশ এগিয়ে গেছে স্পেসএক্স। ২০২০ সাল থেকে কয়েক ডজন নভোচারীকে মহাকাশে নিয়ে গিয়েছে তাদের তৈরি যান। এর আগেও বেশ কয়েকবার বাধার মুখে পড়েছে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার। ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক ভাবে নভোচারীদের ছাড়াই মহাকাশে যাত্রা করে সেটি। তবে সফটওয়্যারে সমস্যার কারণে আইএসএসে যুক্ত হতে পারেনি। ২০২১ সালে যাত্রার আগে আবার যান্ত্রিক ত্রুটির মুখে পড়ে সেটি। ২০২২ সালে স্টারলাইনার আইএসএসে পৌঁছতে পারলেও কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/N.I.T.-24/2024-2025
Memo No. 1729/PWD/BM/2024-25, Date:- 07.09.2024
Name of the Work : 9 (Nine) no. total works (Sl. 1-9) different type of civil works in ward no. 12, 19 and other areas under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 17.09.2024, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Rishra Gram Panchayat
Bamunari, Dankuni, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works under 5th SFC Untied & 15th FC Tied Fund vide e-Tender No.: 008/e-NIT/RIS/2024-25 (Sl.- 1-9) & 009/e-NIT/RIS/2024-25 (Sl.-1), Date: 06.09.2024. Bid Submission Start Date: 07.09.2024 at 03:00 PM. Bid Submission End Date (Online): 14.09.2024 up to 06:00 PM. Bid Opening Date: 18.09.2024 at 11:00 AM. For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah - 711101
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/001/AE/B-III/2024-25, Date: 07.09.2024
For details of N.I.T. Please refer to Notice Board of Borough-III & also H.M.C. Wbsite i.e. www.myhmc.in & www.wbtenders.gov.in. Bid Submission Starting Date: 07.09.2024 at 06:00 P.M. (On-Line). Bid Submission Closing Date: 18.09.2024 at 06:00 P.M. (On-Line).
Sd/-
OSD & Officer-in-Charge
Borough-III, H.M.C.

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah, 711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide NIT No.: WBZP/BGP/NIT-02/24-25 (Sl.-1) & WBZP/BGP/NIT-12/24-25 (Sl.-1), Date: 05.09.2024. Bid Proposal Submission Start Date: 05.09.2024 at 05:00 PM. Bid Proposal Submission End Date (Online): 11.09.2024 up to 01:00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposal: 13.09.2024 at 01:30 PM. For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ পিসিএমএস/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৫৩ তারিখ ঃ ০৫.০৯.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ কর্তৃক নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের নিকট থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্যই নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিশদ নির্দেশিকার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার তাই কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতেই দরপ্রস্তাবগুলি গৃহীত হবে। ক্র.নং.; টেন্ডার নং.; স্টোর্স-এর বিবরণ; পরিমাণ; খোলার তারিখ; টেন্ডার মূল্য নিরূপণ ঃ [২৮৬]; ১৪২৪২৬৫২এ; সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০২৫৪/বি অনুসারে ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য অধাতব পাইপ (স্মোক ডিটেক্টর পাইপ)-এর সেট (সেট বিশদ সংশ্লিষ্ট)। [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫%, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, অনুমোদিত মোট মূল্য পার্থক্য ঃ সর্বোচ্চ ৮লাখ]; টেন্ডার/নথি অনুসারে; ২৬/০৯/২০২৪; ₹০.০০। [২৮৭]; ১৪২৪২৬৯৯এ; সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০২০১/ডি অনুসারে এইচবি-১ এবং এইচবি-২ তে কন্ট্যাক্টর অক্সিলিয়ারি সমূহ [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫%, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, অনুমোদিত মোট মূল্য পার্থক্যঃ সর্বোচ্চ ৮লাখ]; টেন্ডার/নথি অনুসারে; ২৫/০৯/২০২৪; ₹০.০০।
PR8/624 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/268/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Bangalpara Shibtala More, Ward Number 33, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/269/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Natunhat near Pirpukur Math, Ward Number 33, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/270/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at R. R. Pally, Ward Number 33, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/271/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Vivekananda Nagar at Ward Number 09, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/272/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Solo ana Kabarsthan, Ward Number 34, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/273/24-25 Dated 06.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Boral Tarun Sangha Play Ground at Ward Number 34, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00

Bid Submission end date: 14.09.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

বিসিসিআই শচীনকে ছাড়িয়ে রুটকে রেকর্ডের মালিক হতে দেবে না: ভন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুমার সাঙ্গাকারা মনে করছেন সম্ভব, সম্ভব বলছেন ডেভিড লয়েডও। শচীনের দখলে থাকা টেস্টে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডটা জো রুট যে নিজের করে নিতে পারেবেন, সে বিষয়ে আশাবাদী মাইকেল ভনও। তবে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মনে করছেন, ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) রুটকে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক থাকতে দেবে না।

২০১৩ সালে অবসর নেওয়া শচীন ২০০ টেস্ট খেলে ৫৩.৭৮ গড়ে করেছেন ১৫ হাজার ৯২১ রান। আর ইংল্যান্ডের বর্তমান ব্যাটসম্যান রুট ১৪৫ টেস্টে ৫০.৯৩ গড়ে এখন পর্যন্ত করেছেন ১২ হাজার ৩৭৭ রান। টেস্টের সর্বোচ্চ রানের মালিক হতে রুটের দরকার আরও ৩৫৪৫ রান।

রুট ভারতীয় কিংবদন্তি শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কি না, তা নির্ভর করছে কয়েকটি বিষয় ঠিকঠাক চলার ওপর। এর মধ্যে চোটমুক্ত থাকা, ফর্মে থাকা, পর্যাপ্ত টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়া অন্যতম।

ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে রুট ও রেকর্ডের মাঝে চোটই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেন ভন, 'তার এখন সাড়ে তিন হাজার রান দরকার। এখনো তিন বছর সময় আছে। যদি না ওর পিঠে সমস্যা হয় (রেকর্ড গড়া সম্ভব)। মনে হয় না সে অল্পতে ছেড়ে দেবে। এখন অধিনায়কত্বও করে না, নিজের ব্যাটিংটাও আগের চেয়ে ভালো বোঝে। সে রেকর্ডটা ভাঙতে না পারলেই বরং আমি অবাক হবো। সে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে।'

শচীন তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ৪০ বছর ৬ মাস বয়সে। আর রুটের বয়স এখন ৩৩ বছর ৮ মাস। রুটের যে ক্যারিয়ার, গড়, সে তালে এগোলেও শচীনকে ছাড়িয়ে যেতে লাগবে ৭০ ইনিংস বা ৩৫ টেস্ট। ভনের মতে, সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়ার সমূহ সম্ভাবনাই আছে রুটের। তবে ইংল্যান্ডের ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানের জন্য বিসিসিআই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলেও মনে করেন ভন।

পডকাস্টে বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন এভাবে, 'সে যদি শচীনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তা হবে টেস্ট ক্রিকেটে এযাবৎকালের সেরা ঘটনা। কারণ, বিসিসিআই কোনোমতেই ইংল্যান্ডের একজন ক্রিকেটারকে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় সবার ওপরে থাকতে দেবে না। তারা চাইবে ভারতের কেউ শীর্ষে থাকুক। আজীবনের জন্য অন্য কেউ যেন ছাড়িয়ে যেতে না পারে।'

এখনো খেলছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রুটের পেছনে আছেন স্টিভ স্মিথ। যদিও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার এখনো দশ হাজার রানের ঘরেও ঢুকতে পারেননি (৯৬৮৫)। পরের জায়গাটিতে বিরাট কোহলি, যাঁর সংখ্যা ৮৮৪৮।

গম্ভীরের মতো কড়া কোচ চান প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের মাঠে টানা ১০টি টেস্টে জয় অধরা। সদ্য বাংলাদেশের কাছেও টেস্ট সিরিজ হারতে হয়েছে। দেশের ক্রিকেটের এই খারাপ সময় ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরকে টেনে আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। তাঁর মতে, পাকিস্তানেরও উচিত গম্ভীরের মতো কাউকে কোচ করে আনা।

পাকিস্তানের দুই ফরম্যাটে দুই বিদেশি কোচ রয়েছে। সাদা বলের ক্রিকেটে কোচ গ্যারি কার্স্টেন। লাল বলের ক্রিকেটে দায়িত্বে রয়েছেন জেসন গিলেসপি। নিজের প্রথম সিরিজে ব্যর্থ গিলেসপি। তার পরেই শুরু হয়েছে সমালোচনা। এই ধরনের কোচ দিয়ে দলের উন্নতি সম্ভব নয় বলেই মনে করেন কানেরিয়া। তিনি বলেন, কেন ভারতীয় দল এত ভাল ফল করছে? আগে ওদের কোচ ছিল রাহুল দ্রাবিড়। এখন কোচ গৌতম গম্ভীর। ও ক্রিকেট জীবনে দেশকে বড় বড় ট্রফি দিয়েছে। গম্ভীর যা বলে মুখের উপর বলে। পিছন থেকে কাউকে ছুরি মারে না। কাউকে খারাপ বলতে ভয় পায় না। দলের উন্নতির জন্য কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না। এ রকমই কড়া কোচ পাকিস্তানের প্রয়োজন। এমন কোচ দরকার যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তবেই দল উন্নতি করবে।

গত কয়েক বছরে একের পর এক অধিনায়ক বদল করেছে পাকিস্তান। এই সব সিদ্ধান্ত দলের ক্রিকেটের ক্ষতি করেছে বলে মনে করেন কানেরিয়া। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, পাকিস্তানে একের পর এক অধিনায়ক বদলেছে। এতে লাভের লাভ হয়নি। এক জনকে দায়িত্ব দিয়ে তার উপর ভরসা করতে হবে। এক বছর পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে সে কী সাফল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু সেই এক বছর তাকে সাহায্য করতে হবে। ভাল খেলতে না পারলে তো সরতেই হবে। কিন্তু সেটা করতে একটা সময় দরকার। সেই সময়ই আমাদের দেশে দেওয়া হয় না।

ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে হারের পরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে পাকিস্তান। সামনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ রয়েছে তাদের। কিন্তু দলের যা পারফরম্যান্স তাতে আশা দেখছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের দিকে তাকানোর পরামর্শ দিচ্ছেন কানেরিয়া।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘন কুয়াশার কারণে খেলা শুরু হতে দেরি হয়েছিল। তার পরে এডিনবরার মাঠে দেখা গেল জস ইংলিসের ঝড়। সেই ঝড়ে ৭০ রানে হারল স্কটল্যান্ড। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দ্রুততম শতরান করলেন ইংলিস।

শুরুতে বিপদে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আগের ম্যাচে আগ্রাসী ব্যাট করা ট্রেভিস হেড প্রথম বলেই আউট হয়ে যান। ব্র্যাডলে কারি আউট করেন। তিনি ফিরিয়ে দেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককেও (১৬)। সেখান থেকে ক্যামেরন গ্রিনের সঙ্গে হাল ধরেন ইংলিস।

ইংলিস বেশি আগ্রাসী ছিলেন। ব্র্যাড হুইলের একটি ওভারে ১৯ রান নেন। দু'জনে মিলে তৃতীয় উইকেটে ৯২ রান যোগ করার পর কারির বলে গ্রিন ফেরেন ৩৬ রানে। এ দিকে, ৪৩ বলে শতরান করেন ইংলিস। কারিকে পর পর দু'টি ছয় মারেন তিনি। ১৯তম ওভারে ১০৩ রান করে ফিরে যান। শেষ ওভারে টিম ডেভিড ১৬ রান করেন। অস্ট্রেলিয়া শেষ করে ১৯৬/৪-এ।

স্কটল্যান্ড শুরুটা ভালই করেছিল। জেভিয়ার বার্টলেটের প্রথম ওভারে ১৭ রান নেন। তবে পর পর মাইকেল জোন্স এবং জর্জ মুনসে ফেরায় চাপে পড়ে স্কটল্যান্ড। শেষ ভরসা ছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেন। তিনি অর্ধশতরানও করেন। তবে উল্টো দিকে তাঁকে কেউ সঙ্গ দিতে পারেননি। স্কটল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১২৬ রানে।

৭ দেশের বিপক্ষে ৭ সেঞ্চুরি
পোপের অনন্য রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়ক হিসেবে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি। বেন স্টোকসের চোটে দায়িত্ব পাওয়ার পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টে ওলি পোপের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ১৭। তবে রানখরার এই সময়টাকে দীর্ঘ হতে দিলেন না ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

কেনিংটন ওভালে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন পোপ। তাঁর সেঞ্চুরি ও বেন ডাকেটের ৮৬ রানের ইনিংসে প্রথম দিন শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ২২১ রান।

বৃষ্টি ও আলোকস্বল্পতায় প্রথম দিনে খেলা হয়েছে ৪৪.১ ওভার। পোপের সঙ্গে ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন হ্যারি ব্রুক।

১০২ বলে সেঞ্চুরি করেছেন পোপ, যা টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় দ্রুততম। ইংল্যান্ডের হয়ে অধিনায়ক হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গ্রাহাম গুচের।

১৯৯০ সালে লর্ডসে ভারতের বিপক্ষে ৯৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন গুচ। সব মিলিয়ে পোপের এটি সপ্তম সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম ৭ সেঞ্চুরি ৭টি দেশের বিপক্ষে করলেন পোপ।

সেঞ্চুরি পেতে পারতেন ডাকেটও। তবে ৭৯ বলে ৮৬ রান করে মিলন রত্নায়েকের বলে স্কুপ করতে গিয়ে আউট হন ডাকেট। লর্ডসে জোড়া সেঞ্চুরি করা জো রুট অবশ্য এদিন ব্যর্থ হয়েছেন। আউট হয়েছেন মাত্র ১৩ রান করে। শ্রীলঙ্কার হয়ে দুটি উইকেট নিয়েছেন লাহিরু কুমারা।

সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট জিতে এরই মধ্যে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করছেন লাবুশেন, ভারতই টেস্ট বিশ্বকাপ জিতবে, দাবি কার্তিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। গত দু'বার ফাইনাল খেলেছে ভারত। কিন্তু এক বারও জিততে পারেনি তারা। এ বারও পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। এই দুই দল ফাইনালে উঠবে কি না তা নির্ভর করছে নভেম্বর মাসে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজরে উপর। সেই সিরিজরে আগে অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করলেন মার্নাশ লাবুশেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে রোহিত শর্মাদের উপর বাজি ধরছেন দীনেশ কার্তিক।

লাবুশেনের মতে, ভারতের পেস আক্রমণ অস্ট্রেলিয়াকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তিনি বলেন, ভারতের পেস বোলিং খুব ভাল। অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতিতে এই পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে খেলা কঠিন। সেই কারণেই ভারতকে হারানো কঠিন হবে। তবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ বেশ টান টান হবে বলেই মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার। তিনি বলেন, এই সিরিজরে দিকে সকলে তাকিয়ে থাকে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ মানেই কঠিন লড়াই। আগে থেকে কাউকে এগিয়ে রাখা যায় না।

কার্তিক আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দু'দলই ফাইনাল খেলবে। তবে এ বার জিতবে ভারত। তিনি বলেন, আমার মনে হয় এ বারও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া খেলবে। এ বার ভারতের সুযোগ বদলা নেওয়ার। দু'বছর আগে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতকে হারতে হয়েছিল। এ বার রোহিতেরা সেই হারের বদলা নেবে। ফাইনাল ভারতই জিতবে।

এখন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। এই দুই দল নভেম্বর মাসে পাঁচ টেস্টের সিরিজে মুখোমুখি হবে। সেই সিরিজই ঠিক করে দেবে এই দুই দল ফাইনালে মুখোমুখি হবে কি না।

১৭ বছর বয়সেই মেসির সঙ্গে তুলনা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র ১৬ বছর বয়সে জিতেছেন ইউরো কাপ। প্রতিযোগিতার সেরা উদীয়মান ফুটবলারেরা পুরস্কার পেয়েথেন। ১৭ বছরে বয়সেই লিয়োনেল মেসির সঙ্গে তুলনা শুরু হয়েছে লেমিন ইয়ামালের। তুলনা নিয়ে তিনি নিজে কী ভাবছেন স্পেনের ফুটবলার?

মেসির পুরনো ক্লাব বার্সেলোনার হয়ে খেলেন ইয়ামাল। ক্লাব ফুটবলেও নজর কাড়ছেন তিনি। এখন থেকেই ভবিষ্যতের তারকা ধরা হচ্ছে তাঁকে। সেই ইয়ামাল মেসির সঙ্গে তুলনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, ইতিহাসের সেরা ফুটবলারের সঙ্গে যখন আপনার তুলনা হচ্ছে, তখন নিশ্চয় আপনি ভাল খেলছেন। আমি এটাই ভাবি। তাই এই তুলনা আমার উপর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি কাউকে নকল করতে চাই না। আমি শুধু ভাল খেলতে চাই।

কয়েক দিন আগেই মেসি ও নেমারকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ইয়ামাল। তিনি জানান, দু'জনের খেলা দেখতেই ভালবাসেন। নেমারের খেলার ধরন তাঁর ভাল লাগে। আর মেসি তাঁর চোখে বিশ্বের সেরা ফুটবলার। মেসির মতোই বাঁ পায়ের ফুটবলার তিনি। সেই কারণে, তাঁর খেলার ধরন কখনও কখনও মেসির মতো লাগে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ইয়ামাল। মেসির খেলা দেখে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন বলেও স্বীকার করেছেন স্পেনের ফুটবলার।

এ বার বালঁ দ্যর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে ইয়ামাল। সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে এই কৃতিত্ব তাঁর। বার্সেলোনার হয়ে চলতি মরসুমে নজর কাড়ছেন ইয়ামাল। একটি গোল করেছেন। চারটি করিয়েছেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ভবিষ্যতে স্পেনকে আরও বড় বড় ট্রফি জেতাবেন তিনি। আপাতত শুধু নিজের ফুটবল নিয়েই ভাবতে চান ইয়ামাল। আরও ভাল খেলতে চান তিনি।

ইউএস ওপেনে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ বছরের অপেক্ষা ঘোচালেন ফ্রিটজ

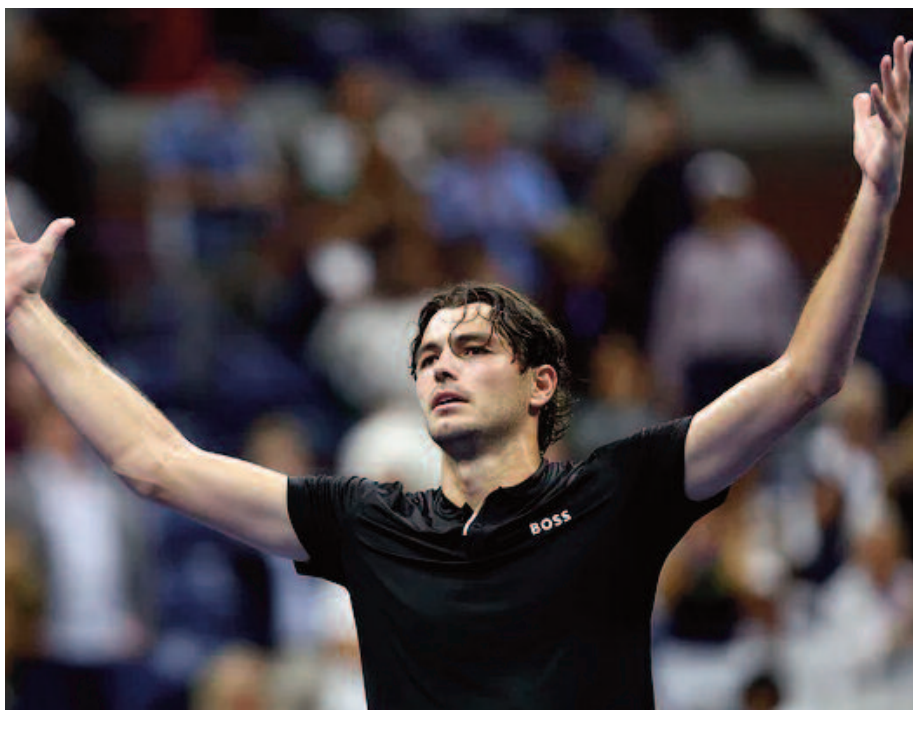

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যান্ডি রডিক ২০০৩ সালে ইউএস ওপেন জয়ের সময় টেলর ফ্রিটজ ৫ বছরের বালক। রডিকের সেই জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেননি।

ছয় বছর পর ২০০৯ সালে উইম্বলডনের ফাইনালে ওঠেন রডিক। গ্র্যান্ড স্লামে ছেলেদের এককে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খেলোয়াড়ের ফাইনালে ওঠার সেটাই ছিল সর্বশেষ নজির। ১৫ বছর পর এবার ইউএস ওপেন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই খরা কাটালেন ফ্রিটজ। নিউইয়র্কে আজ ছেলেদের এককে সেমিফাইনালে ফ্রান্সিস তিয়াফোকে ৪-৬, ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪, ৬-১ গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন র্যা ঙ্কিংয়ে ১২তম যুক্তরাষ্ট্রের এই খেলোয়াড়।

আগামী সোমবার রাত সাড়ে ৯ টায় ছেলেদের এককের ফাইনালে ফ্রিটজের প্রতিপক্ষ ছেলেদের শীর্ষস্থানীয় ইতালির ইয়ানিক সিনার। অন্য সেমিফাইনালে ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাপারকে ৭-৫, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়ে প্রথম ইতালিয়ান পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী সিনার।

তিয়াফোর কাছে প্রথম সেটে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের সেট জিতে নেন ফ্রিটজ। তৃতীয় সেটে আবার হারলেও শেষ দুটি সেট জিতে ঠিকই ফাইনালে ওঠেন ২৬ বছর বয়সী ফ্রিটজ। ১৬তম 'এইস' মেরে জয়ের পর ফ্রিটজ বলেন, 'শুরুতেই সে দাপট দেখিয়েছে এবং আমিও কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে শুধু বলেছি, টিকে থাকো, সার্ভিসগুলো ঠিকমতো করে স্কোরবোর্ডের ওপর চাপ বাড়াও। টিকে থাকতে যা যা সম্ভব, সবই করেছি। যদি তা না করতাম, তাহলে আফসোসটা সব সময়ই থেকে যেত। ফাইনালে সর্বস্ব নিংড়ে দিব।'

সেমিফাইনালে বেশির ভাগ সময় তিয়াফোই দাপট দেখিয়েছেন। কিন্তু চতুর্থ সেটে নেটের কাছে আলসেমি করে ড্রপ শট মিস করার পর তাঁর খেলা এলোমেলো হয়ে পড়ে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। পঞ্চম ও চূড়ান্ত সেটে খেলা হয়েছে ২৭ মিনিট। এই সেটে মাত্র ৯ পয়েন্ট তুলে নিতে পেরেছেন তিয়াফো। এ নিয়ে ইউএস ওপেনে সর্বশেষ তিনবারে দুবারই সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়লেন তিনি, 'এটা হজম করা কঠিন। কষ্ট দেবে। ভেবেছিলাম, আমিই ভালো খেলছি। কিন্তু চতুর্থ সেটে গিয়ে ক্রাম্পের শিকার হই। শরীর একরকম শাটডাউন হয়ে গিয়েছিল। এটা স্নায়ুর ওপরও প্রভাব ফেলেছে।'

তিয়াফো-ফ্রিটজ মুখোমুখি হওয়ার আগে সিনার-ড্রাপারের সেমিফাইনাল ম্যাচ তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে। ২০১২ সালে অ্যান্ডি মারের পর প্রথম ব্রিটিশ পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠা ড্রাপার ১০টি ডাবল ফল্টস ও ৪৩টি আনফোর্সড এরর করে হেরে যান। শুধু তা,ই নয়, ড্রাপার শারীরিকভাবেও সুস্থ ছিলেন না। দ্বিতীয় সেট চলাকালে কোর্টেই তিনবার বমি করেছেন।

ড্রাপার আবার সিনারের বন্ধুও। সেই বন্ধুরই বিপক্ষে জয়ের পর ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'জ্যাক ও আমি একে অপরকে খুব ভালোভাবেই জানি। কোর্টের বাইরে আমরা খুব ভালো বন্ধু। ম্যাচটি শারীরিকভাবে খুব কঠিন ছিল। তাকে হারানো খুব কঠিন, এ কারণে ফাইনালে উঠতে পেরে রোমাঞ্চ জাগছে।' ম্যাচে ৪৩টি উইনার্স মারা সিনার কোর্টে একবার পরে গিয়ে কবজিতে চোটও পেয়েছেন।

অ্যাংজাইটি কিংবা উদ্বেগ ব্যাধির কারণে ড্রাপার নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। হারের পর বলেন, 'আমি বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ। সবকিছু মিলিয়ে চাপটা যখন বাড়ে, তখন কোর্টে বমি বমি ভাব লাগে। পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠলে নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।'

দুই বন্ধু ড্রাপার ও সিনারের জন্ম ২০০১ সালে। কিন্তু সিনার খেলছেন ক্যারিয়ারের ২০তম গ্র্যান্ড স্লামে, আর ড্রাপারের এটি ক্যারিয়ারের ১০ম গ্র্যান্ড স্লাম। ক্যারিয়ারের শুরুতে অ্যাঙ্কেল ও কাঁধের চোটে ভুগেছেন ড্রাপার।

মেয়েদের দ্বৈত ফাইনালে শিরোপা জিতেছেন ইউক্রেনের লুদমিলা কিচেনোক ও লাটভিয়ার ইয়েলেনা ওস্তাপেঙ্কো জুটি। ফাইনালে ক্রিস্টিনা ম্লাদেনোভিচ ও ঝ্যাং সুয়াই জুটিকে ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারান এই জুটি। নিজের বিয়ে বাতিল করার দুই দিন পরই এই শিরোপা জিতলেন ৩২ বছর বয়সী কিচেনোক।

গত বুধবার প্রেমিক স্তাস খামরস্কিকে বিয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। খামরস্কি আবার ওস্তাপেঙ্কোর কোচও। কিন্তু সামনে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ থাকায় বিয়ে পিছিয়ে দেন তাঁরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**